শিক্ষা

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক।

শ্রীযুক্ত হারবার্ট স্পেনসার

প্রণীত।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি

সম্পাদিত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

কলিকাতা

১২৭ নং মসজীদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে

সমুন্নত সাহিত্য-প্রচারী কোং কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৯৮ সাল।

মূল্য ॥০ মাত্র।

শিক্ষা

শারীরিক মানসিক ও নৈতিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি ?

কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন বসনের পূর্ব্বে ভূষণের সৃষ্টি। ইহা অতি সত্য কথা। অসভ্যেরা সর্ব্বাঙ্গে উল্কি-ভূষিত করিবার তীব্রযাতনা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সহ্য করিবে, তথাপি নিদারুণ শীত হইতে আত্মত্রাণের কোনও চেষ্টা করিবে না। হম্বোল্ট একটি আদিম আমেরীকের বিষয় লিখিয়াছেন যে, সে সামান্য অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত করিয়া স্বসমাজে গৌরব লাভের আশায় দুই সপ্তাহকাল সকল প্রকার ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া, কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, যে সকল অসভ্য স্ত্রীলোক চীরমাত্র বিরহীতা হইয়া অসঙ্কোচে গৃহের বাহিরে গমন করে, তাহারাও জনসমাজে অচিত্রিত বপু প্রদর্শন অতি লজ্জাস্কর [illegible]ন করে। সমুদ্র যাত্রীরা দেখিতে পান যে, অসভ্যেরা রঞ্জিত [illegible]াচখণ্ড অথবা সামান্য ক্রীড়া অলঙ্কারের প্রতি মূল্যবান [illegible]্যালিকো অথবা বনাত অপেক্ষা সমধিক সমাদর প্রদর্শন

করে ; এবং কামিজ অথবা কোর্ত্তায়, তাহারা যে প্রকার হাস্যাস্পদ ব্যবহার করে তদ্বারা প্রয়োজন অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ মনোনীত, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এবিষয়ের অত্যন্ত ভাবেরও অনেক উদাহরণ আছে, কাপ্তেন স্পেকের কাফ্রি ভৃত্যেরা বৃষ্টিহীন দিবসে, মৃগচর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া গর্ব্বভরে পাদক্ষেপ করিত ; এবং দুর্দ্দিনে নগ্ন বেশে কম্পিত কলেবর হইয়া বিচরণ করিত। অসভ্য সমাজ দেখিয়া বোধ হয় যে বসন হইতে ভূষণের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং যখন সভ্য সমাজেও বস্ত্রের সৌন্দর্য্য এবং নির্ম্মাণ-কৌশল উপযোগিতা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান এবং আকৃতি ব্যবহারাপেক্ষা আদৃত, তখন পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় মানসিক প্রবৃত্তিসমূহেও এ প্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। শারীরিক শিক্ষার ন্যায় মানসিক শিক্ষাতেও অলঙ্কার উপযোগিতার পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রাচীনকালে এবং অধুনাতন কালেও স্বপ্রয়োজনীয় জ্ঞানাপেক্ষা সমাজপ্রশংসিত জ্ঞানই অধিকতর ঈপ্সিত। প্রাচীন গ্রীসে সঙ্গীত, কাব্য, অলঙ্কার ও এক প্রকার দর্শন যাহা সোক্রেটিসের অভ্যুদয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত মানব সমাজের কোনও কার্য্যে লাগিত না, ইহারাই আধিপত্য করিত, অথচ জীবনোপযোগী জ্ঞান অনাদৃত হইত।

আমাদিগের স্বসাময়িক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও ঐ প্রকার বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক দশ জন যুবকের মধ্যে নয় জন যত্নাধীত ল্যাটিন্ অথবা গ্রীক্‌ভাষার সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া কোন ব্যবহার করে না, এমন কি, তাহার অধিকাংশই ভুলিয়া যায় এবং যদি তাহারা কখন লাটিন্ শ্লোকাদি উদ্ধৃত

করে অথবা গ্রীক্ ধর্ম্ম সংক্রান্ত কথার উল্লেখ করে, তাহা কোন প্রস্তাবিত বিষয়ের শোভার নিমিত্ত, সত্যানুসন্ধানের নিমিত্ত নহে। যদি বালকদিগকে এই প্রকার প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দিবার কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সমাজ অনুমোদনই ইহার কারণ। লোকে যেমন প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া বস্ত্রাদি পরিধান করে সেই প্রকার শিক্ষাসম্বন্ধেও লোক সমাজে যে সকল বিদ্যার আদর আছে, যাহা ভদ্রতার পরিচায়ক তাহাই শিক্ষা দেওয়া হয়।

শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ ব্যাপারে এই অলঙ্কার প্রিয়তা স্ত্রীজাতিতে অধিক ভাবে প্রচলিত। অতি পূর্ব্ব-কালে উভয়জাতিরই মধ্যে অলঙ্কারপ্রিয়তা সমান ছিল, অধুনা পুরুষ জাতির মধ্যে স্বচ্ছন্দতার নিকট শোভা কতক পরিমাণে পরাভূত এবং পুরুষের মানসিক শিক্ষাতে এই ভাব ক্রমশঃ দৃষ্ট হইতেছে।

কি শারীরিক কি মানসিক উভয় বিষয়েই স্ত্রীলোকের অলঙ্কারপ্রিয়তা কিছুমাত্রও শিথিল হয় নাই; তাহাদের বিবিধ কষ্টদায়ক অলঙ্কার, শারীরিক স্বাস্থ্যহানিকর অঙ্গাভরণ, কেশের শোভা সম্পাদনার্থে অত্যন্ত যত্ন, দেখিলেই জানা যায় যে সৌকর্য্য অথবা স্বাস্থ্য অপেক্ষা প্রশংসা লাভেচ্ছা তাহাদের মধ্যে কত বলবতী!

মনুষ্য সমাজে সৌকর্য্য অপেক্ষা শোভার প্রতিপত্তি অধিক ইহার সম্যক ধারণা করিতে হইলে এবিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সেই কারণ এই যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত সামাজিক আবশ্যকতা

ব্যক্তিগত আবশ্যকতাকে পরাভূত করিতেছে এবং সামাজিক ব্যবহারে যাহা প্রধান উপযোগী তাহাই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর শাসন বিস্তার করিতেছে। আমরা যে মনে করি রাজা, পার্লেমেণ্ট, অথবা নির্দ্দিষ্ট শাসন সমিতি ভিন্ন আর কেহ শাসক নাই, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই সকল নামধারী শাসক সম্প্রদায় ভিন্ন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব বিদ্যমান আছে; এবং প্রত্যেক নর নারী তাহার রাজা রাণী অথবা নিম্ন প্রকারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করে। কতকগুলি লোক আমার অধস্তন থাকিবে এবং আমায় মান্য করিবে এবং উপরিস্তনেরা আমার প্রতি প্রসন্ন থাকিবে, সমস্ত জগতের এই চেষ্টা, এবং ইহাতেই জীবনের অধিকাংশ শক্তি নিয়োজিত হয়। ধনসঞ্চয়, বৈভব, পরিচ্ছদের আড়ম্বর, জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধির প্রখরতা, এই সকলের সাহায্যে প্রত্যেকে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টা পাইতেছে; এবং এই প্রকার চারি দিকে লূতাতন্তুর ন্যায় বন্ধনের সৃষ্টি হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার সাহায্য করিতেছে। কেবল যে অসভ্য দলপতি ভীষণ যুদ্ধ চিত্রনে সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত করিয়া কটিদেশে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বন্ধন করিয়া নিম্নস্থ লোকদিগের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে, কেবল যে রূপগর্ব্বিতা সুন্দরী ভূষার পারিপাট্য, সামাজিকতার নৈপুণ্য এবং অসংখ্য শোভণ গুণের দ্বারা, মনোদুর্গ অধিকারের চেষ্টা পাইতেছেন তাহা নহে;—কিন্তু পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, এবং দার্শনিক সকলেই আপনাপন গুণসমূহকে একই দিকে নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা সকলেই আপনাপন ব্যক্তিগত ভাব সম্যক রূপে চারি

দিকে প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত নহি, অবিশ্রান্ত ভাবে অপর সকলের মনকে আমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করি। এই ইচ্ছাই কোন্ ব্যক্তি কোন্ বিষয় শিখিবে তাহা নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই আমরা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যাহা সামাজিক উন্নতি এবং ক্ষমতা প্রদান করে, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা, সম্মান এবং ভক্তি আনয়ন করে, যাহা অধিকতর লোককে বশীভূত করে তাহাই শিক্ষা করি। যে প্রকার আমরা প্রকৃত পক্ষে কি প্রকার স্বভাবের লোক তাহা না ভাবিয়া, লোকে আমা-দিগকে কিরূপ ভাবে তাহারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত; সেই প্রকার শিক্ষা কার্য্যে ও জ্ঞানের আত্মগত গরিমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া পরপরাভব শক্তিরই সমাদর করি। এই ভাব আমাদের হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী যে অপরিমার্জ্জিত এবং উন্নতি হীন ইহার প্রমাণ এই যে, তুলনা দ্বারা বিবিধ প্রকার জ্ঞানের যথাযথ উপযোগিতার অনুশীলনও হয় নাই, যথারীতি স্থিরীকৃত হইবার ত কথাই নাই। কেবল যে সম্যক্ ধারণা হয় নাই, তাহা নহে, এ বিষয়ের প্রয়োজন অনেকের বোধ আছে কি না সন্দেহ। কোন বিষয় অভ্যাস করিবার অথবা সন্তানদিগকে কোন বিষয় শিক্ষা দিবার পুর্ব্বে সেই বিষয়ের উপযোগিতা না ভাবিয়া প্রচলিত রীতি অথবা কুসংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া লোকে তাহাতে সময় ক্ষেপণ করে। সত্য বটে আমরা সকল সমাজ মধ্যে অমুক বিষয় অপেক্ষা অমুক বিষয় উত্তম এই প্রকার কথন কথন শুনিতে পাই, কিন্তু তাহা করিতে গেলে যে সময় লাগিবে তাহার উপযুক্ত ফল হইবে কি না, এবং

তদপেক্ষা অন্য কোন বিষয় সেই সময় অধিকতর সুফল প্রসব করিবে কি না, এসকল প্রশ্ন যদি কখনও উত্থাপিত হয় তাহা-হইলেও ব্যক্তিগত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়াই মীমাংসিত হয়। সত্য বটে, আমরা মধ্যে মধ্যে প্রাচীন ভাষা শিক্ষা অথবা অঙ্কশিক্ষা এই উভয়ের প্রাধান্য লইয়া বাদানুবাদ শুনিতে পাই, তথাপিও এই বাদানুবাদ উভয়ের প্রাধান্যের লক্ষণ বিশেষের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অযথাভাবে নিঃশেষিত হয়। আবার শুদ্ধ দুইটি বিষয়ের স্থির হইলে কি হইবে ?

কোন বিষয় অধ্যয়ন করিয়া কতক উপকার পাইলেই হইল না, যে সময় লাগিল উপকার তাহার উপযুক্ত কি না তাহাও বিবেচ্য। কিছু না কিছু উপকার সকল বিষয় হইতেই পাওয়া যায়, পুরাতন ভাটদিগের গ্রন্থ পাঠেও প্রাচীন কালের লোকদিগের আচারব্যবহার রীতিনীতি কতক পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়; ইংলণ্ডের প্রত্যেক নগর পরস্পর হইতে কত দূর এতদনুসন্ধানে জীবন অতিবাহিত করিলেও হয় ত জীবনে দুই চারিবার কোন না কোন উপকারে আইসে কিন্তু যে সময় অতি-বাহিত হইল তাহার কার্য্য কি হইল ? এই প্রকার জীবনের সমুদায় শিক্ষিতব্য বিষয়েরই তারতম্য আছে। আমাদের জীবন অতি অল্প, শিক্ষার সময়ও অল্প, এবং সেই সময়ের আবার অধিকাংশেই বৈষয়িক কার্য্যে নিযুক্ত হয়; এই সকল কথা স্মরণ করিয়া অবশিষ্ট সময় যতদূর সাধ্য সুব্যবহার করা উচিত। সমাজ যাহাই বলুক না কেন, আপনার ইচ্ছা যে প্রকারই হউক না কেন, এই অমূল্য সময়ের বিশেষ অনুধাবন না করিয়া কোন বিষয়ে নিযুক্ত করা উচিত নহে। শেষ দেখা

উচিত যে শিক্ষিতব্য বিষয় সকলের মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌টি হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা কি প্রকারে নির্দ্ধারিত হইবে? ইহা স্থির করিতে হইলে সকল বিষয়ের তুলনার্থে কোন বিশেষ কার্য্য দ্বারা তুলনা করা উচিত। সুখের বিষয় এ বিষয়ে সকলেই একমত। প্রত্যেকেই কোন বিষয়ের জ্ঞানের মূল্য অবধারিত করিতে হইলে জীবনে তাহার উপযোগিতা জিজ্ঞাসা করে। কি অঙ্কশাস্ত্রবিৎ, কি ভাষাবিৎ, কি প্রাণিতত্ত্ববিৎ কি দার্শনিক সকলকে জিজ্ঞাসা কর,—"তোমার আলোচিত জ্ঞানের আবশ্যক ক?" সকলেই এই জ্ঞান সংসারে অনিষ্ট নিবারণ করে, অথবা ইষ্ট সাধন করে ইত্যাদি মনুষ্য জীবনের কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিতে যত্নশীল হইবেন। লিপিপটুতা শিক্ষক যখন প্রদর্শন করেম যে জীবনোপায় উপার্জ্জনে লিপিকুশলতা কত আবশ্যক, তখন তাঁহার প্রস্তাব প্রমাণিত বলিয়া গৃহীত হয়, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, যখন স্পষ্ট দেখাইতে পারেন না যে ঐ সকল বিবরণ মনুষ্য সমাজের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে, তখন তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। অতএব দেখা গেল কোন জ্ঞানের ঔৎকর্ষ প্রমাণ করিতে হইলে তাহার মানবজীবনে কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিতে হয়।

কি প্রকারে জীবন অতিবাহিত করা উচিত? ইহাই সকল প্রশ্নের সার। 'শুদ্ধ ইহার দ্বারা শরীর ধারণের উপায় উক্ত হইতেছে না, শারীরিক এবং মানসিক সকল সম্বন্ধ ইহার অন্তর্ণিহিত আছে; কি উপায়ে সকল অবস্থাতেই অবিচলিত হইয়া আমাদের ব্যবহারের সত্যতা এবং সাম্য রক্ষ্যা করিব? জগতের অন্য সকল প্রশ্ন এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত। কি প্রকারে শরীর রক্ষা হইবে? মনের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? কি

প্রকারে সাংসারিক কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে ? কি প্রকারে সন্তান-দিগকে লালন করা ও শিক্ষা দেওয়া উচিত ? সমাজের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ? কিরূপে প্রাকৃতিক সুখ স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যব্যবহারোপযোগী হইবে ? মানসিক ব্যবহার সমূহকে কি প্রকারে ব্যবহার করিলে আপনার এবং অপরের মঙ্গল সাধিত হইবে ? ইহাই জীবনের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা ইহাই প্রকৃত শিক্ষা। সম্পূর্ণ জীবনের একটি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য অতএব যে শিক্ষা প্রণালী যত পরিমাণে সেই দিকে অগ্রসর হইবে তাহা তত পরিমাণে উৎকৃষ্ট।

জ্ঞানের উপযোগিতার এই পরীক্ষা কখনও সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় নাই, অল্পস্থলেই পাক্ষিক ব্যবহার হইয়াছে। সম্পূর্ণ জীবনের একটি আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকা উচিত এবং তাহা দ্বারা সন্তানদিগকে শিক্ষিতব্য বিষয় নির্ব্বাচিত করিতে সমর্থ হইবে। মনে মনে অপরিস্ফুটভাবে অমুক অমুক বিষয়ের জ্ঞান উত্তম এপ্রকারে কোন কার্য্য হইবে না ; এমন একটি উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহা দ্বারা জ্ঞেয় বিষয় সমূহের পারস্পরিক ঔৎকর্ষ নিঃশংসয় রূপে নিষ্কাশিত হইবে। নিশ্চয়ই এই কার্য্য অতি সুকঠিন কখন সম্পূর্ণ সাধিত হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক, অতএব কাপুরুষের ন্যায় চেষ্টা না করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আশা আছে, শৃঙ্খলতা পূর্ব্বক চেষ্টা করিলে অনেক পরিমাণে সফল কাম হইব।

মনুষ্যের জীবন কার্য্যময়, এবং আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই সকল কার্য্যকারক শক্তিকে শ্রেণী বিভক্ত করা।

১। যে সকল কার্য্যের দ্বারা আত্মরক্ষা হয়।

২। যে সকল কার্য্য অপরোক্ষ ভাবে জীবনোপায় সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষ ভাবে আত্মরক্ষা করে।

৩। যাহা দ্বারা সন্তান পালন সম্পন্ন হয়।

৪। যাহা দ্বারা সামাজিক অবস্থা যথাযথ সংরক্ষিত হয়।

৫। কতকগুলি মিশ্রকার্য্য যাহারা জীবনের অবসর ভাগ অধিকার করিয়া আমোদ এবং সুখেচ্ছা চরিতার্থ করাইয়া পর্য্যবসিত হয়।

এই কয়েকটি শ্রেণী যে ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যে সকল কার্য্য এবং সতর্কতা আমাদের জীবন রক্ষা করে, নিশ্চয়ই সেই গুলি প্রথম স্থানীয়। যদি কোন লোক শিশুর ন্যায় চতুঃপার্শ্বস্থিত দ্রব্য সকলের গতিবিধি অজ্ঞাত হইয়া, অথবা নিরাপদ হইবার কোন চেষ্টা না করিয়া পথে নির্গত হন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার জীবনের অনিষ্ট হয়। অতএব অন্যান্য বিষয়াপেক্ষা আত্মরক্ষা বিষয়ক অনভিজ্ঞতা সমূহ বিপদ জনক এই জন্য প্রথমস্থানীয়। ইহার পরেই যে আমাদের খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সন্তানাদি পালনের এবং সাংসারিক চেষ্টা ইহার পর,—কারণ জনক জননীর কার্য্য পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের উপর নির্ভর করে। আত্মভরণের ক্ষমতা সন্তান ভরণের পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া যে সকল জ্ঞান আত্মপোষণের উপযোগী তাহারা সন্তান পালন বিষয়ক জ্ঞানাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার হইতে উৎপন্ন এবং সমাজ গঠনের পূর্ব্বে অথবা যদি সমাজে ধ্বংস হয় তাহা হইলেও সন্তান উৎপাদিত হওয়া সম্ভব অথচ সন্তান পালনের উপর সমাজের

ভিত্তি স্থাপিত, এই জন্যই পিতার কর্ত্তব্য, সামাজিক মনুষ্যের কর্ত্তব্যাপেক্ষা, অগ্রে শিক্ষা করা উচিত। আরও কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে; সামাজিক সত্তা সামাজিক নর-নারীর সততার উপর নির্ভর করে, আবার ব্যক্তিগত সততা অধিকাংশ শিক্ষার উপর নির্ভর করে, অতএব সমাজিক মঙ্গল পারিবারিক মঙ্গলের উপর স্থাপিত; এই জন্যই যে শিক্ষা প্রথমটির উপকার সাধন করে তাহা সমাজোপকারী শিক্ষা অপেক্ষা অগ্রবাচ্য।

ষষ্ঠ বিভিন্ন প্রকারের আমোদ অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্যের অবসর সময় পূর্ণ করে; যথা;—সঙ্গীত, কাব্য, চিত্র-বিদ্যা ইত্যাদি, তাহারা সমাজ বন্ধনের পর উৎপন্ন হয়।

আমরা একথা বলিনা যে উপরেক্ত ক্রম বিন্যাস পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করা যাইতে পারে। স্বীকার করি যে তাহারা পরস্পর অতি কুটভাবে মিশ্রিত, এমন কি এমন কোন প্রকার বিশেষ শিক্ষা হইতে পারে না, যাহা কতক পরিমাণে সকল গুলির উপর প্রয়োজ্য নহে। আরও স্বীকার্য্য যে পূর্ব্বোক্ত ভাগ গুলির প্রত্যেকের কতক অংশ উপরিস্থ ভাগের কতক অংশ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন; যে প্রকার অন্যগুণহীন অথচ বৈষয়িক কার্য্যে অত্যন্ত সুপটু লোকা-পেক্ষা অল্প বিষয় বুদ্ধি অথচ সন্তান পালনে বিশেষ দৃষ্টিবান লোকের জীবন অপেক্ষা কৃতসম্পূর্ণ। যাহা হউক এই সক-লের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া ও পূর্ব্বোক্ত অনুক্রমের লক্ষণ অতি সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং জীবনেও বাস্তবিক ঐ প্রকার ভাব আছে।

এই সমস্ত বিষয়েই মানব মনকে সুশিক্ষিত করা প্রকৃত

শিক্ষার কর্ত্তব্য। উহাদের মধ্যে কোনটী গুরুতম বলিয়া তাহাতেই যে সর্ব্বান্তঃকরণ নিয়োজিত হইবে তাহা নহে সকল গুলিতেই গুরু লঘুতার তারতম্যানুসারে অল্প অথবা অধিক মনোনিবেশ করা উচিত কিন্তু একটিকেও পরিত্যাগ করিলে চলিবে না।

যাঁহাদের কোন বিষয় বিশেষে অধিকতর অধিকার ক্ষমতা আছে তাঁহাদের পক্ষে সেইটিকেই অর্থকরি করা উচিত। সাধারণের পক্ষে যে সকল বিষয় সম্পূর্ণ জীবন যাত্রার উপযোগী নহে সেই গুলির প্রতি অল্প মনোযোগ দেওয়া উচিত।

শিক্ষাকে এই সকল নিয়মানুযায়ী করিতে গেলে আরও কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য। আদর্শ জীব-নোপযোগী জ্ঞান দুই প্রকার। কতকগুলি অনন্ত এবং আবহমান কালের জন্য আবশ্যক, আর কতকগুলি সময়ের মত আবশ্যক। এই প্রকার জ্ঞান; যথা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক প্রকার অসাড় ভাব পক্ষাঘাত রোগের পূর্ব্বগামী, ক্লোরাইন সংক্রামকতা নিবা-রণ করে; এবং বিজ্ঞানের প্রায় সকল সত্যই প্রথম বিভাগের। ইহারা আজিও যে প্রকার সত্য দশ সহস্র বৎসর পরেও সেই প্রকার থাকিবে। অপরদিকে মনে করুন গ্রীক অথবা ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা। ইংরাজী প্রভৃতি যে সকল ভাষার উপর পূর্ব্বোক্ত ভাষা দ্বয়ের আধিপত্য আছে তাহারা যত দিন থাকিবে তত দিন উক্ত ভাষা দ্বয়ের কোনও কার্য্যে লাগিবে? কিন্তু এই সকল ভাষার লোপ হইলে কি কার্য্যে লাগিবে? আবার আজ কাল ইতিহাস না পড়িলে লোকে নিন্দা করে কাজেই লোকে লজ্জা ভয়ে কতক গুলি পুরাতন নাম তারিখ যুদ্ধ ইত্যাদি অতিকষ্টে শিক্ষা করে। এক্ষণে স্পষ্টই কি প্রতীত

হইতেছে না যে বিজ্ঞানাদি চিরস্থায়ী বিষয় সকল ক্ষণস্থায়ী অপেক্ষা শতগুণে এবং সমাজ ভয়ে পঠিত ইতিহাসাদির অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট ?

প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে দুই প্রকার উপকার হয়। প্রথম জ্ঞানবৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ মনোবৃত্তির পরিচালনা। এক্ষণে আমরা পূর্ব্বোক্ত বিভাগগুলি এই দুই প্রকার উপকার দেখিয়া একে একে অবতারণ করিব। প্রথম আত্মরক্ষা; সুখের বিষয় যে শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ আত্মরক্ষা প্রকৃতি আমাদের হস্তে সম্পূর্ণন্যস্ত করেন নাই। সকলেই দেখিয়াছেন ধাত্রী ক্রোড়স্থ শিশু অজ্ঞাত লোক দর্শনে ধাত্রী ক্রোড়ে মস্তক লুক্কায়িত করে, যখন হাঁটিতে শিখিয়াছে তখন অপরিচিত। কুক্কুর অথবা নূতন শব্দ শুনিলে পলাইয়া মাতৃ ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিচায়ক। প্রকৃতি চালিত হইয়া শিশু প্রতিমুহূর্ত্তে কি প্রকারে চলিতে চলিতে অন্য পদার্থের ঘর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিবে, কোন্ কোন্ পদার্থ কঠিন অথবা তীক্ষ্ণ যাহাতে আঘাত করিলে হস্তে লাগিবে ইত্যাদি শিক্ষা করে। প্রকৃতি এই প্রকারে প্রথম শিক্ষায় আমাদের সহায় হওয়াতে এ বিষয়ে আমাদের যত্নের অল্পই আবশ্যক। আমাদের উচিত কেবল দেখা যে এই প্রাকৃতিক শিক্ষা কোন প্রকারে ব্যাহত না হয়। অনেক অল্পদর্শী শিক্ষক এবং পিতা মাতা সন্তানকে সকল প্রকার ক্রীড়া হইতে বিরত রাখিয়া প্রাকৃতিক শিক্ষার ব্যাঘাত করিয়া এমন অবস্থা করিয়া তুলেন যে, ভবিষ্যতে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সেই সকল সন্তান কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়ে।

আত্মরক্ষার্থ শুদ্ধ ইহাই সম্পূর্ণ শিক্ষা নহে। বাহ্য জগতের সংঘাত হইতে সাবধান হইতে শিখিলেই যথেষ্ট হইবে না, অন্যান্য যে সকল কারণ শারিরীক বিকার উপস্থিত করিয়া পীড়া অথবা মৃত্যু উপস্থিত করে তাহা হইতেও সাবধান হইতে হইবে। সম্পূর্ণ জীবননির্ব্বাহ করিতে গেলে কেবল যে অপঘাত মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেই হইল, এমত নহে, যে সকল অবিমৃষ্যকরিতার দোষে আমাদের আয়ুক্ষয় হয়, তাহাও নিবারণ করা উচিত। স্বাস্থ্য বিনা কি সামাজিক কি নৈতিক কোন প্রকার শিক্ষাই সম্ভব নহে, অতএব আত্মরক্ষা শিক্ষার এইটিও একটি উচ্চ অঙ্গ।

এ বিষয়েও প্রকৃতি অল্প পরিমাণে আমাদের সহায়। আমাদের শারিরীক বিবিধ অনুভব এবং ইচ্ছা দ্বারা প্রধান প্রধান আবশ্যকগুলি আমরা অক্লেশে জানিতে পারি, সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধা শীত অথবা তাপ সহ্য হয় না এবং যদি মানুষ অন্যান্য বিষয়েও অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তেজনা না পাইয়া কার্য্য করিত, তাহা হইলে জগতের দুঃখের ভার অনেক লাঘব হইত। যদ্যপি সর্ব্বদা শরীর শ্রান্ত ও মস্তিষ্ক ক্লিষ্ট হইলেই বিরাম প্রদত্ত হইত, যদি অত্যন্ত আবদ্ধ স্থলে অবস্থানের পরই বায়ুপূর্ণ স্থল অধিকৃত হইত, যদি বিনা ক্ষুধায় আহার, বিনা তৃষ্ণায় জল, উদরে স্থান না পাইত; তাহা হইলে শরীর অতি স্বল্পবারই পীড়িত হইত। কিন্তু হায়! লোকে জীবনরক্ষার নিয়মাবলী বিষয়ে এত অজ্ঞ যে তাহাদের শারিরীক অনুভব সকল যে তাহাদের বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক তাহা জানে না; এবং এই প্রকারে প্রকৃতি প্রদত্ত নেতাগণ অজ্ঞানতা বশতঃ বহুল ভাবে উপেক্ষিত রহিয়াছে।

যদি কেহ শরীর-তত্ত্ব-বিদ্যা যে সম্পূর্ণ জীবন নির্ব্বাহের একটি প্রধান সহায় অস্বীকার করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি,—তিনি অর্দ্ধ বয়স্ক অথবা প্রাচীন কয়জন স্ত্রী অথবা পুরুষ সুস্থ এবং সবল শরীর দেখিয়াছেন? বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সুন্দর স্বাস্থ্য অতি বিরল; অপর দিকে সঙ্কট ব্যাধি, দীর্ঘকাল ব্যাপী পীড়া, দুর্ব্বলতা এবং অকাল বৃদ্ধতার শত শত মূর্ত্তি প্রতি-নিয়তই দৃষ্টি গোচর হয়। বোধ হয় এমন এক জন লোক নাই যিনি অজ্ঞানতা বশতঃ শরীরকে পীড়িত করেন নাই।—এক স্থলে অনবধানতার দোষে শীতল বায়ু লাগাইয়া বাতজ্বর এবং তাহা হইতে হৃদ্‌রোগ উপস্থিত হইতেছে; অপর স্থলে শুনিবেন কাহারও চক্ষু অবিরত পাঠ করিয়া নষ্ট হইয়াছে; কোথাও কেহ অল্পাঘাত তুচ্ছ করিয়া আহত জানু ব্যবহার করিয়া জন্মের মত খঞ্জ হইয়াছে; কেহ বা অনর্থক বহু পরিশ্রম করিয়া আজীবন কষ্ট পাইতেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতার অনুযাত্রী রোগ সকল আছে। পীড়া দ্বারা যে কঠোর শারিরীক যাতনা প্রদত্ত হয় সময় এবং অর্থের অপব্যয় হয় তাহা ছাড়িয়া দিয়া সকল কার্য্যে কি ভয়ানক প্রতিবন্ধক প্রদান করে একবার মনে কর। অনেক সময়ে কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে, এবং সকল সময়েই কার্য্য কষ্টকর; মন সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট, কাজেই সন্তানাদি পালন সুদুষ্কর হয়; সমাজের কার্য্যের ত কথাই নাই আমোদ পর্য্যন্ত বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয়। ইহার দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে না যে, আমাদের এবং আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ-দিগের শারিরীক পাপ আমাদের শরীরকে আশ্রয় করিয়া অস্বাস্থ্য উৎপাদন করিয়া সম্পূর্ণ জীবনের শত্রু রূপে

সমাজে বিচরণ করিতেছে? এই স্থানেই শেষ নহে ইহা যে কেবল শারিরীক অসুখ উৎপাদন করিয়া ক্ষান্ত থাকে, তাহা নহে, জীবনেকে হ্রাস করে। কোন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া মনে ভাবিওনা যে পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থকায় হইলে। জীবন স্রোত একবার বাধা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আর বেগ থাকে না। শরীর চিরকালের মত আহত হয়, হয়ত সদ্যঃ সদ্যঃ তাহার কার্য্য না হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির হিসাব হইতে নিস্তার নাই, কালে তাহার ফল ফলিবেই ফলিবে, জীবনী-শক্তি নষ্ট হইবেই হইবে।

অতএব যে শিক্ষা অপরোক্ষ ভাবে এই প্রকার আত্মরক্ষা শিক্ষা দেয় তাহা অতি প্রয়োজনীয়। আমরা বলিতেছি না যে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকিলেই যাবতীয় অস্বাস্থ্য নিরাকৃত হইবে। মনুষ্য সমাজ যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে সময়ে সময়ে শারিরীক নিয়ম ভঙ্গ অলঙ্ঘনীয়, অথবা অনেক সময় তাহা না হইলেও আপাতঃ মধুর সুখেচ্ছায় মনুষ্য নিয়ম-ভঙ্গ দোষে দূষিত হয়। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী শিক্ষা করিব না? তাহা নহে। আমরা নিশ্চয়ই বলিতেছি ঐ সকল নিয়ম যথাযথ প্রকারে মনুষ্য হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইতে পারিলে অনেক উপকার হইবে, এবং যদি কখন মানব সমাজ বর্ত্তমান জীবনযাত্রা প্রণালী অপেক্ষা উন্নততর প্রণালীতে উপনীত হয়, এই শিক্ষাই তাহার অগ্রগণি হইবে। যদি প্রচুর স্বাস্থ্য ও তদনুসঙ্গি উন্নত মানসিক প্রবৃত্তি সুখোৎপাদনের প্রধান সহায় হয়, তাহা হইলে যে শিক্ষা উক্ত বিষয় পরিরক্ষণ করে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে শরীর-বিদ্যা স্বাস্থ্য এবং মানব

জীবনের দৈনিক ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষাদের তাহা সকল ন্যায্য শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান অঙ্গ॥

এই সকল অত্যাবশ্যক কথা যে মানব সকলকে উপদেশ দিতে হইবে, এবং যুক্তি দ্বারা স্থাপনা করিতে হইবে, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? এখনও অনেক এমন লোক আছেন যাঁহারা এ সকল কথা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দেন! যাঁহারা প্রাচীন ভাষার কোন শব্দ যথাযথ উচ্চারণ করিতে না পারিলে লজ্জিত হন, প্রাচীন কালের কাল্পনিক কোন বীরের অদ্ভুত গল্প বিষয়ে অজ্ঞতা যাঁহাদের নিকট মূর্খতার পরিচায়ক, তাঁহারা অম্লান বদনে শরীর সংস্থান সম্বন্ধে আপনাদের ঘোর অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিবেন!

পুত্র কি প্রকারে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের লোকদিগের কুসংস্কারের বিষয় শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে তাঁহাদের কত যত্ন! অথচ আপনার শরীর কি প্রকারে চালিত, পুষ্ট, ও রক্ষিত হইতেছে, তাহা শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত অনুপযুক্ত মনে করেন! আহা! প্রচলিত প্রথার কি মহীয়সি শক্তি! সমাজ মোদিত শিক্ষা আবশ্যকীয় শিক্ষার উপর কি নৃশংস ক্ষমতা বিস্তার করিতেছে!

যে জ্ঞান আমাদিগকে জীবন যাত্রার উপায় শিখাইয়া অপরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা সাধন করার, সকলেই তাহার উপযোগিতা স্বীকার করেন। কিন্তু সকলে এক মত হইলেও কোন্ প্রকার শিক্ষা জীবনোপায় সংগ্রহের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, তাহা কেহ স্থির করেন না। সত্য বটে, লিখন, পঠন এবং অঙ্কশাস্ত্র উপকার বুঝিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়,

কিন্তু কতকগুলি বিষয় যাহাদের সম্পূর্ণ উপযোগিতা আছে, তাহা পরিত্যক্ত হয়।

কতকগুলি লোককে বাদ দিলে দেখা যায় যে, অবশিষ্ট সকল লোকেই পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের অথবা সঞ্চালন ক্রিয়ায় নিযুক্ত আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কি উপায়ে উক্ত কার্য্য সহজ হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যে পণ্য দ্রব্যের উৎপাদনাদি করিতে যে যে উপায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সেই সেই পণ্যের নিমিত্ত তৎ তৎ উপায়ই অবলম্বনীয়। এই সকল উপায় জানিতে হইলে আবার সেই সেই পণ্যের রাসায়নিক বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি গুণ জানা আবশ্যক। অতএব বিজ্ঞানই ইহার প্রধান পথপ্রদর্শক। এই কথা অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একটি একটি পাঠ্য বিষয় লইয়া তাহার প্রয়োগ দেখাইব।

অঙ্কশাস্ত্র।—ইহার সাধারণ ভাগ পাটিগণিত যে সকল প্রকার বিষয় কর্ম্মে ব্যবহৃত হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। উচ্চ অঙ্গের স্থপতি প্রভৃতি বিদ্যায় উন্নত অঙ্ক একান্ত আবশ্যক। সামান্য গ্রাম্য সূত্রকার হইতে ব্রীটানিয়া পোল নির্ম্মাতা স্থপতি-শ্রেষ্ঠ পর্য্যন্ত সকলেই অজ্ঞাত অথবা জ্ঞাত ভাবে ব্যবধান বিষয় নিয়ম ব্যবহার করেন।

ভূমি পরিমাণক, জমী জরীপ করিতে, স্থপতি, গৃহ নির্ম্মাণে, শিল্পী, প্রস্তর কর্ত্তনে, সকলেই জ্যামিতির সত্য অবলম্বন করেন। অধিক কি অধুনাতন কৃষক ও ক্ষেত্রের জল নিঃসারণ পথাদি নির্ম্মাণ করিতে জ্যামিতি ব্যবহার করে। এ সকল অবিমিশ্র শাস্ত্র। এক্ষণে যে সকল বিদ্যা কতক পরিমাণে অন্য সকল বিদ্যার উপর গঠিত এবং কতক পরি-

মাণে নিরপেক্ষ তাহাদের বিষয় দেখা যাউক। ইহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, যন্ত্র-বিজ্ঞান, তাহার উপর আধুনিক পণ্য নির্ম্মাণ চাতুর্য্য প্রতিষ্ঠিত। যে গৃহে বসিয়া আছেন তাহার চতুর্দ্দিক একবার অবলোকন করুন। যদি নূতন ঘর হয় তাহা হইলে ইটগুলি যন্ত্র নির্ম্মিত; পদতলস্থ কাষ্ঠ খণ্ড সকল যন্ত্র সাহায্যে বিভক্ত এবং মসৃণী কৃত, প্রাচীর যদি কাগজ মণ্ডিত হয় তাহা হইলে তাহাও যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুতিত, গৃহস্থিত টেবল্ চেয়ার, খাট মষারি সমস্তই যন্ত্রযোগে নির্ম্মিত, আপনার পাঠের পুস্তক, অঙ্গের পরিধেয় বসন পর্য্যন্ত যন্ত্রযোগে নির্ম্মিত এবং দেশদেশান্ত হইতে আনীত; তবে দেখুন যন্ত্র-বিদ্যার উপর আপনার সুখ স্বচ্ছন্দ কত নির্ভর করিতেছে। অবার দেখুন যন্ত্র-বিদ্যার ভ্রম শূন্যতা এবং সম্পূর্ণতার উপর আপনি কি প্রকার নির্ভর করিতেছেন;—যদি স্থপতির গণনায় ভ্রম হয়, তাহা হইলে সেতু ভগ্ন হইয়া যায়, দুই জন কলওয়ালার যদি একজনের কলের শক্তি ঘর্ষণের দ্বারা অপরের কলের শক্তি অপেক্ষা অল্প হইয়া যায় তাহা হইলে সে কখনও তাহার সমান কার্য্য করিতে পারে না। অধিক কি ইহার প্রসাদে অনেক জাতি আপনাপন স্বত্বরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে। পদার্থ বিদ্যার যে ভাগ তাপের বিষয় শিক্ষা দেয় তাহার সাহায্যে আমরা তাপ জনক অঙ্গারাদি কত প্রকার কার্য্যে ব্যবহার করিতেছি, তাহা দ্বারা উত্তপ্ত বায়ু যোগে আমরা কত পরিমাণে অধিক তেজ প্রাপ্ত হই; ইহাদ্বারা অন্ধকার খনিতে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালন করি; সে-ফ্‌টি ল্যাম্প ব্যবহার করিয়া খনিতে ভীষণ বায়বীয় আস্ফোট হইতে আত্মরক্ষা করি, এবং ইহার সাহায্যেই তাপ-

মাণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া কত কার্য্যে লাগাইতেছি। পদার্থ বিদ্যার যে ভাগ আলোকের বিষয় শিক্ষা দেয় তাহা দ্বারা কত বৃদ্ধ এবং ভ্রষ্ট চক্ষু দৃষ্টি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা দ্বারা অনুবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত করিয়া কত কঠিন রোগ নির্ণয় করিতেছি। বিদ্যুৎ এবং চৌম্বুকাকর্ষণের সাহায্যে কম্পাস যন্ত্র নির্ম্মিত করিয়া কতশত মনুষ্যজীবন এবং অপরিমিত অর্থ রক্ষা করিতেছি এবং ইহার প্রসাদে অমূল্য বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ প্রাপ্ত হইয়াছি। রসায়ণ শাস্ত্র হইতে আরও উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি ;—রজক, রঞ্জক, বস্ত্র নির্ম্মাতা প্রভৃতি সকলকেই এই শাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। ইহা চিনি পরিষ্কৃত করিতেছে, গ্যাস নির্ম্মাণ করিতেছে, সাবান্ বারুদ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। বোধ হয় এক্ষণে এমন একটি সামগ্রীও নাই, যাহাতে রসায়ণ সাহায্য না করিয়াছে। অধিক কি কৃষকও কর্ষিত ভূমিতে সার দিবার জন্য ইহার আশ্রয় গ্রহণ করে। কি দেশলাই, কি পয়ঃপ্রণালী, কি ফটোগ্রাফ কি পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতে সুগন্ধি নিষ্করণ, সর্ব্বস্থানেই রসায়ণের প্রভাব বিস্তৃত রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার শ্রমের এই প্রকারে রসায়ণ সাহায্য করিতেছে, অতএব যে কেহ পরোক্ষ অথবা অপরোক্ষ ভাবে পরিশ্রমের সহিত সংযুক্ত তাহারই রসায়ণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

অপর জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের মধ্যে আমরা প্রথমে জ্যোতিষের আলোচনা করিব। ইহার সাহায্যে জল যাত্রা সুগম হওয়াতে আমাদের বহির্বাণিজ্য সুখকর হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা আমাদের বহুবিধ আবশ্যকীয় এবং প্রায় সমস্ত স্বচ্ছন্দতার সামগ্রী প্রদত্ত হইতেছে।

ভূতত্ত্ব-বিদ্যা অপর দিকে প্রচুর পরিমাণে আমাদের পরিশ্রমের সহায়তা করে। আজি কালি লৌহের যে প্রকার আদর, খনিজ কয়লা কতদিন আর পাওয়া যাইবে, এ বিষয় যে প্রকার উৎসাহের সহিত বিচারিত হইয়া থাকে, যখন খনি-বিদ্যা এবং ভূতত্ত্ব-বিদ্যার বিদ্যালয় সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ইহার সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

আবার বিয়লজি;—ইহাত অপরোক্ষ ভাবে আত্মরক্ষার প্রধান শিক্ষক। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে পণ্য দ্রব্য বলি যদিও তাহার সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই তথাপি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মনুষ্য উৎপাদিত পণ্য যে খাদ্য দ্রব্য তাহার সহিত ইহা অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযুক্ত। সর্ব্বপ্রাকার কৃষি পদ্ধতির সহিত প্রাণী এবং উদ্ভিজ্জ জীবন গাঢ় সম্বন্ধে বদ্ধ; অতএব এই শাস্ত্র সর্ব্ব প্রকার কৃষিকার্য্যের ভিত্তি স্বরূপ। কৃষক অথবা পশু-পালকেরা বহুদর্শন সাহায্যে কোন্ প্রকার ক্ষেত্রে কোন্ প্রকার শস্য উত্তম জন্মে কোন প্রকার সার কোন উদ্ভিদের উপযোগী, কি প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি কোন্ পশুর উপযোগী ইত্যাদি কতকগুলি প্রাণী-বিদ্যা শাস্ত্রের নিয়ম অনুসরণ করে। যদি এই প্রকার সামান্য অসম্পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা তাহারা এই উপকার প্রাপ্ত হয়, তবে ভাবিয়া দেখ সমস্ত কৃষক যদি যথেষ্ট রূপে দেহ-তত্ত্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইত, তাহা হইলে জগতের কত উপকার হইত? বাস্তবিক আজি কালি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালী কত উপকার সাধন করিতেছে। সকলেই জানেন জীব দেহে তাপ উৎপন্ন হইলেই ক্ষয় নির্দ্দেশ করে, অতএব আধুনিক সময়ে এই নিয়মের সাহায্যে গবাদি পশুর দেহ সর্ব্বদা উত্তপ্ত রাখিয়া, তাপ বিকীরণ হইতে রক্ষা

করিয়া, অল্প খাদ্যের দ্বারা তাহাদিগকে সমধিক পুষ্ট করা হয়। বিজ্ঞান সাহায্যে পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে নানা প্রকার দ্রব্য মিশাইয়া খাইলে শরীর জীর্ণ হয়। ষ্ট্যাগা-রস্ নামক যে পীড়ায় লক্ষ লক্ষ মেষ পূর্ব্বে বিনষ্ট হইত বিজ্ঞান এক্ষণে স্থির করিয়াছে যে তাহা মস্তকে এক প্রকার কীটের দ্বারা উৎপাদিত হয় অতএব তাহার অবস্থিতির পরিচায়ক স্থানভেদ করিয়া কীটনির্গত করিলেই পীড়ার উপশম হয়। আমাদের পরিশ্রমের উপর কার্য্যকারি আর একটি বিজ্ঞানের কথা কেবল বলিব,---তাহা সমাজ-বিজ্ঞান। যাঁহারা প্রতিদিন কোম্পানীর কাগজের দরের হ্রাস বৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করেন, কত শস্য, তুলা, চিনি, পশম, অথবা রেশম, উৎপাদিত হইবে, সে বিষয়ের যাঁহারা অনুসন্ধান রাখেন, যাঁহারা যুদ্ধাদি বাণিজ্যের উপর কি প্রকার কার্য্য করিবে, তাহা চিন্তা করেন, তাঁহারাই সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন। স্বীকার্য্য যে তাঁহারা প্রকৃত বিজ্ঞান চালিত না হইয়া অপেক্ষাকৃত ভ্রমসঙ্কুল বহুদর্শনের পথে বিচরণ করিতেছেন। তথাপি তাঁহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই বিজ্ঞানের দ্বারা প্রণোদিত এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তের যথার্থতা অথবা ভ্রান্ততা অনুসারে ফলভাগী হন। কেবল যে শ্রেণী অথবা পণ্যোৎপাদক তাঁহাদের কার্য্য বহুবিধ গণনা এবং কতকগুলি সামাজিক কার্য্যের উপর নির্ভর বিচার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা নহে; খুচরা বিক্রে-তাকেও তদ্রূপ করিতে হয়।

এইরূপে যে কেহ পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন, পরিবর্ত্তন অথবা স্থানান্তর করণে ব্যাপৃত থাকে, তাহাকেই কোন ন

কোন প্রকারের বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। কোন ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জন রূপ অপরোক্ষ আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে কি না, তাহা তাহার এক বা অধিক সংখ্যক বিজ্ঞান জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। পড়িয়া শুনিয়া জ্ঞান না হইলেও বহুদর্শনশক্তি দ্বারা লব্ধজ্ঞানও কার্য্যকরী হয়। যখন আমরা বলি অমুক লোক অমুক কার্য্য উত্তমরূপে শিখিয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ এই যে, যে বিজ্ঞানের উপর উক্ত কার্য্য প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যক্তি তাহাই শিক্ষা করিয়াছে, যদিও হয় ত বিজ্ঞান নাম সে ব্যবহার করে না। অতএব বিজ্ঞান শিক্ষা অতীব আবশ্যক। ইহা দ্বারা কার্য্য শিক্ষা হয় এবং ইহা কেবল ভূয়োঃদর্শন অর্জ্জিত শিক্ষা অপেক্ষা অধিক ফলদায়ী।

প্রায়ই শুনা যায় যে কোন খনিতে কিছুই উঠিল না, অধিকারীদের সর্ব্বনাশ হইল, অথবা কোন প্রকার অসম্ভব যন্ত্র নির্ম্মাণে বহু অর্থ বৃথা অপব্যয় হইল, এই সকল অর্থ সাধারণের বিজ্ঞানে যথার্থ জ্ঞান থাকিলে কি ঘটিতে পারিত?

যদি বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানান্ধতা এই প্রকার বহু অনর্থের মূল হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও কত অধিক হইবে? যে পরিমাণে অন্নোৎপাদন বহু প্রতিযোগীর দ্বন্দ্বভূমি হইতে থাকিবে, যে পরিমাণে মনুষ্য মস্তিষ্ক লাভের আশায় সহজ উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত থাকিবে, সেই পরিমাণে বিজ্ঞানের উপযোগিতা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

এইরূপে দেখা যাইতেছে বিদ্যালয়ে যে বিষয় শিক্ষার একান্ত অভাব তাহাই জীবনোপায়ের সহিত নিকটতম সম্বন্ধে আবদ্ধ। লোকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সংসারের

তাড়নায় যদি এ সকল বিষয়ের গবেষণা না করিত তাহা হইলে আমাদিগের সকল প্রকার উৎপন্ন দ্রব্য শেষ হইয়া যাইত এবং যদি লোক শিক্ষক ব্যতিরেকে অন্য স্থান হইতে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা না পাইত তাহা হইলে আমাদের সকল পরিশ্রম পণ্ড হইত।

যদি বিদ্যালয় ভিন্ন শিক্ষার অন্য কোন স্থান ইংলণ্ডে না থাকিত তাহা হইলে পঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ড যাহা ছিল, আজিও তাহা থাকিত, কিছু মাত্র ব্যত্যয় হইত না। প্রকৃতি যে সকল নিয়মে অবিরত চালিত হই-তেছে সেই সকল নিয়মের জ্ঞান যদি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হইত যে জ্ঞান সাহায্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রকৃতিকে আপনাদের অভাব মোচনের যন্ত্র করিতে সক্ষম হইয়াছি যাহা দ্বারা এক জন আধুনিক সামান্য শ্রমজীবি—প্রাচীনকালের রাজদুর্ল্লভ সচ্ছন্দ ভোগ করিতে সক্ষম—তাহা হইলে মনুষ্য সমাজে উন্নতির একেবারে মূলোচ্ছেদ হইত। সেই জ্ঞানও বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী হইতে কিঞ্চিৎমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

এক্ষণে মানবীয় কার্য্যের তৃতীয় বিভাগ দেখা যাউক। মনে করুন কোন ঘটনা বশতঃ আমাদের আধুনিক অবস্থার সমস্ত চিহ্নই বিনষ্ট হইয়াছে, কেবল রাশীকৃত পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মনে করুন সেই সময়ের একজন পুরাতত্ত্ববিৎ ঐ প্রকার কতকগুলি পত্র পাইয়া পত্রের সমসাময়িক লোকদিগের শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতেছেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রশ্নাবলী

দেখিয়া ভাবিবেন যে, "দেখিতেছি বহুবিধ প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষা শিক্ষার বিবিধ প্রকার আয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু সন্তান পালন সম্বন্ধে ত কোন শিক্ষাই দেখিতেছি না—অতএব বোধ হয় এই সকল পত্র ইহাদের কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হইবে।"

বাস্তবিকই ইহা কি পরিতাপ এবং আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? যদিও উপযুক্ত লালন পালনের উপর শিশুদের জীবন এবং ভবিষ্যৎ মানসিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তত্রাপি অতি শীঘ্রই যাহারা পিতা হইবে, তাহাদিগকে একটী কথাও এ বিষয়ে বলা হয় না! একটী সমগ্র ভবিষ্যৎ মনুজবংশ অযৌক্তিক দেশাচার, পিতামাতার পরিবর্ত্তনশীল বাসনা, অজ্ঞ ধাত্রী এবং বৃদ্ধ পিতামহকুলের আদরের উপর বিন্যস্ত হয়, ইহা কি রাক্ষসবৎ ব্যবহার নহে?

যদি পাটীগণিত এবং হিসাবে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কোন লোক ব্যবসা আরম্ভ করে আমরা নিশ্চয়ই তাহার নির্বুদ্ধিতার নিন্দা করি। যদি কেহ শারীরস্থান বিদ্যা না শিখিয়া অগ্রে চিকিৎসা আরম্ভ করে তাহাকে আমরা কি বলি? তবে সন্তান পালন কি এত সহজ যে তাহাতে শিক্ষা আবশ্যক করে না?

প্রতি নিয়ত কত সহস্র সহস্র শিশু অকালে কাল কবলে কবলিত হইতেছে, কত লক্ষ লক্ষ চিররুগ্ন হইয়া জীবন ভার বহন করিতেছে, কত কোটি কোটি লোক কেবল আজ পিতা মাতার দোষে যতদূর স্বাস্থ্য ভোগ করা উচিত তাহাতে বঞ্চিত হইতেছে। একবার মনে কর যে শিশুর খাদ্যের উপর

শিশুর আজীবন স্বাস্থ্য অথবা অস্বাস্থ্য নির্ভর করে, ভাবিয়া দেখ একটী মঙ্গলের উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিংশতিটী অমঙ্গলের পন্থা বিস্তৃত, তাহা হইলে আধুনিক চিন্তাশীলতা-বিহীন শিক্ষা-প্রণালীর অনিষ্টকারিতার কথঞ্চিৎ প্রমাণ পাইবে।

শিশুদেহ অত্যল্প বস্ত্রে আবৃত করিয়া বাহিরের প্রচণ্ড শীতে ক্রীড়া করিতে দেও, আজীবন হয় পীড়া, না হয় জীবনীশক্তির নিস্তেজতা প্রভৃতি হইতে কষ্ট পাইতে হইবে। যদ্যপি তাহাদিগকে প্রত্যহ এক প্রকার খাদ্য দাও, অথবা অপুষ্টিকর খাদ্য দাও, তাহা হইলে শারীরিক স্বাস্থ্যের কোন না কোন প্রকার বাধা উৎপাদন করিয়া মনুষ্যত্ব হইতে তাহাদিগকে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত করিবে। পুত্র কন্যা দুর্ব্বল হইলে অথবা চিররুগ্ন হইলে পিতা মাতা ভাগ্যের উপর, ভগবানের উপর দোষ দিয়া আপনারা অপসৃত হন। কি দুর্ভাগ্য! আপনাদিগের কুসংস্কারের দোষে, আপনাদের অন্ধতার দোষে, আপনাদের স্বার্থপরতার দোষে অন্ধমনুষ্য সমাজ শরীরে কি ভীষণ অনিষ্ট প্রতিনিয়ত আনয়ন করিতেছ তাহা একবার চাহিয়াও দেখ না।

হায়! হায়! জগতে যত দুর্ব্বলতা, যত ভীরুতা, যত দারিদ্র্য, যত পাপ বর্ত্তমান প্রায় সেই সমস্তেরই কারণ তোমরা মূর্খ পিতা-মাতা! কি গুরুতর ভার তোমাদের উপর বিন্যস্ত তাহা দেখিয়াও দেখিতেছ না! তোমারই ত হস্তে সন্তানের ভাবী জীবন! তোমরাই ত তাহার জীবনের নেতা? চিন্তাবিহীন মূর্খ পশুর ন্যায় বিলাস চরিতার্থ, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে সকল মনুষ্য

সন্তানোৎপাদন করিতেছে, তাহারা ভবিষ্যৎ কি একবারও ভাবিবে না? আপনাদিগের অজ্ঞতায় মনুষ্য বংশে পুরুষানুক্রমে কত শত শারিরীক, কত শত মানসিক ব্যাধি প্রবিষ্ট করাইতেছে, একবারও কি তাহা দেখিবে না?

জনক জননীর কর্ত্তব্য হইতে একণে মনুষ্যের সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাউক। কি প্রকার শিক্ষা এবং জ্ঞান মনুষ্যকে সামাজিক ব্যবহারে পটু করিতে পারে? বলা যায় না যে, ঐ প্রকার শিক্ষা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় অভাবতঃ সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে। ইতিহাস ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্ব্বে যে প্রকার বলা হইয়াছে এই শিক্ষা সামাজিক বিষয়ে প্রকৃত নেতা হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে অধীত প্রায় সকল ইতিহাসই কোন প্রকার সমাজিক ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেয় না। ভূপতিদিগের জীবন, পারিষদদিগের ষড়যন্ত্র, বল পূর্ব্বক সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি বিষয় সমস্ত সমগ্র জাতীয় জীবনের অল্পই চিত্রিত করে। অমুক অমুক রাজ্যের মধ্যে অমুক অমুক বিষয়ের জন্য বিবাদ উপস্থিত হয়, এই জন্য অমুক যুদ্ধ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক পক্ষে এত সৈন্য সংগ্রহ এবং কমান ছিল, অমুক সেনাপতি এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া জয় লাভ করিলেন। বলুন দেখি ইহা শিক্ষা করিয়া আপনার সামাজিক জীবনের কি উপকার হইবে? বলিবেন ইহা সত্য, কিন্তু সত্যের অনুরোধে পাঠ করি। সত্য হইলেই কি তাহা মূল্যবান হইল? আপনার পক্ষে এই সকল যুদ্ধ বিবরণ আদরের হইতে পারে; টিউলিপ পুষ্প যিনি অত্যন্ত ভাল

বাসেন, তাঁহার নিকট একটী টিউলিপ অঙ্কুর তৎপরিমাণ স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান; হয় ত একজন ভগ্ন চীনার বাসনের অত্যন্ত আদর করেন, কেহ কেহ বিখ্যাত নরঘাতকদিগের কেশ নখাদির পরিবর্ত্তে বহু মূল্য প্রদান করেন; তবে কি বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের ভাল লাগে বলিয়া ঐ সকল দ্রব অতি প্রয়োজনীয়?

যে প্রকার অন্য সকল দ্রব্যের ব্যবহারানুযায়ী মূল নির্দ্ধারিত হয়, সেই প্রকার ইতিহাসেরও ব্যবহার কর উচিত। যদি কেহ আসিয়া বলে "ওহে কাল সন্ধ্যাকা তোমার প্রতিবাসীর বিড়ালের শাবক হইয়াছে" এই সক সংবাদ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন না? এই পরীক্ষ ইতিহাস সঙ্কলিত রাশি রাশি ঘটনাবলীতে প্রযুক্ত হউক, দে যাইবে যে তাহাও ঐ প্রকার অকিঞ্চিৎকর। এই সকল ঘটন হইতে কোন প্রকারে জীবনোপযোগী বিশেষ সত্য নিষ্কাশি হয় না। যদি আমোদ হয় পাঠ কর, কিন্তু কদাপি উপকার বলিয়া মনে করিও না।

যথার্থ ইতিহাস অতি অল্প সংখ্যক পুস্তকেই পাও যায়। পূর্ব্বে প্রজারা রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অতি অ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত অতএব ঐতিহাসিকেরা তাহাদের প্র কোন প্রসঙ্গই করিতেন না। আধুনিক প্রজাদের ক্ষম প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। লোকে প্রজারাই রাজ্যে সর্ব্বস্ব একথা ক্রমে বুঝিতেছে সুতরাং, আধুনিক ইতিহ ক্রমে ক্রমে তাহারা স্থান পাইতেছে। বাস্তবিক ইতি সমাজের জীবন বৃত্তান্ত। কি প্রকারে সমাজ বি গঠিত হইল, কি প্রকার জাতি বিশেষের অভ্যুদয় হই

সন্তানোৎপাদন করিতেছে, তাহারা ভবিষ্যৎ কি একবারও ভাবিবে না? আপনাদিগের অজ্ঞতায় মনুষ্য বংশে পুরুষানুক্রমে কত শত শারিরীক, কত শত মানসিক ব্যাধি প্রবিষ্ট করাইতেছে, একবারও কি তাহা দেখিবে না?

জনক জননীর কর্ত্তব্য হইতে এক্ষণে মনুষ্যের সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাউক। কি প্রকার শিক্ষা এবং জ্ঞান মনুষ্যকে সামাজিক ব্যবহারে পটু করিতে পারে? বলা যায় না যে, ঐ প্রকার শিক্ষা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় স্বভাবতঃ সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে। ইতিহাস ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্ব্বে যে প্রকার বলা হইয়াছে এই শিক্ষা সামাজিক বিষয়ে প্রকৃত নেতা হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে অধীত প্রায় সকল ইতিহাসই কোন প্রকার সমাজিক ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেয় না। ভূপতিদিগের জীবন, পারিষদদিগের ষড়যন্ত্র, বল পূর্ব্বক সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি বিষয় সমস্ত সমগ্র জাতীয় জীবনের অল্পই চিত্রিত করে। অমুক অমুক রাজ্যের মধ্যে অমুক অমুক বিষয়ের জন্য বিবাদ উপস্থিত হয়, এই জন্য অমুক যুদ্ধ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক পক্ষে এত সৈন্য সংগ্রহ এবং কমান ছিল, অমুক সেনাপতি এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া জয় লাভ করিলেন। বলুন দেখি ইহা শিক্ষা করিয়া আপনার সামাজিক জীবনের কি উপকার হইবে? বলিবেন ইহা সত্য, কিন্তু সত্যের অনুরোধে পাঠ করি। সত্য হইলেই কি তাহা মূল্যবান হইল? আপনার পক্ষে এই সকল যুদ্ধ বিবরণ আদরের হইতে পারে; টিউলিপ পুষ্প যিনি অত্যন্ত ভাল

বাসেন, তাঁহার নিকট একটী টিউলিপ অঙ্কুর তৎপরিমাণ স্বুবর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান; হয় ত একজন ভগ্ন চীনার বাসনের অত্যন্ত আদর করেন, কেহ কেহ বিখ্যাত নরঘাতকদিগের কেশ নখাদির পরিবর্ত্তে বহু মূল্য প্রদান করেন; তবে বি বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের ভাল লাগে বলিয়া ঐ সকল দ্রব অতি প্রয়োজনীয়?

যে প্রকার অন্য সকল দ্রব্যের ব্যবহারানুযায়ী মূল নির্দ্ধারিত হয়, সেই প্রকার ইতিহাসেরও ব্যবহার কর উচিত। যদি কেহ আসিয়া বলে "ওহে কাল সন্ধ্যাকালে তোমার প্রতিবাসীর বিড়ালের শাবক হইয়াছে" এই সক সংবাদ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন না? এই পরীক্ষ ইতিহাস সঙ্কলিত রাশি রাশি ঘটনাবলীতে প্রযুক্ত হউক, দে যাইবে যে তাহাও ঐ প্রকার অকিঞ্চিৎকর। এই সকল ঘটন হইতে কোন প্রকারে জীবনোপযোগী বিশেষ সত্য নিষ্কাশি হয় না। যদি আমোদ হয় পাঠ কর, কিন্তু কদাপি উপকার বলিয়া মনে করিও না।

যথার্থ ইতিহাস অতি অল্প সংখ্যক পুস্তকেই পাও যায়। পূর্ব্বে প্রজারা রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অতি অ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত অতএব ঐতিহাসিকেরা তাহাদের প্র কোন প্রসঙ্গই করিতেন না। আধুনিক প্রজাদের ক্ষম প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। লোকে প্রজারাই রাজ্যে সর্ব্বস্ব একথা ক্রমে বুঝিতেছে সুতরাং, আধুনিক ইতিহ ক্রমে ক্রমে তাহারা স্থান পাইতেছে। বাস্তবিক ইতিঃ সমাজের জীবন বৃত্তান্ত। কি প্রকারে সমাজ বি গঠিত হইল, কি প্রকার জাতি বিশেষের অভ্যুদয় হই

তাহাই আমাদের প্রয়োজন। রাজ্য শাসন কি প্রকারে হইতেছে তাহারই প্রয়োজন, শাসকদিগের ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া কি করিব? কেবল যে সর্ব্বোচ্চ শাসন সমিতির আবশ্যক তাহা নহে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ-পরিচালক-শক্তি সমষ্টিরও বিবরণ আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম এবং নৈতিক জীবনেরও বিবরণ জানা আবশ্যক। কি প্রকারে বিবিধ সামাজিক সম্প্রদায় নিম্ন শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, কি প্রকারে নিম্ন শ্রেণীর দ্বারা সম্মানিত হইতেছে, এই সমস্ত বিবরণের প্রয়োজন। গৃহে এবং বাহিরে সেই সমাজের লোকেরা কি প্রকার ব্যবহার করিত তাহাও আবশ্যক। স্ত্রীপুরুষ, পিতামাতা এবং সন্তান পরস্পরের উপর কিরূপ ব্যবহার করিত, কি কি সংস্কার তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বাণিজ্যের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহাদের শিল্প বিবরণ, তাহাদের মানসিক অবস্থা প্রকৃত ইতিহাসে সমুদয় বিবৃত থাকা উচিত; এই সকল বিবরণ এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধে বিবৃত হওয়া উচিত যে পাঠ করিলেই সমস্ত সমাজের ছবি মানস পটে উদিত হইবে। বিবিধ সময়ে সেই সমাজের বিবিধ পরিবর্ত্তন ও কার্য্য কারণ সম্বন্ধের সহিত ক্রমে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। অতএব প্রতীত হইতেছে যে, এই প্রকার ইতিহাসই বাস্তবিক ইতিহাস এবং সমাজ তত্ত্বের যথার্থ সহচর।

কিন্তু এই রূপ ধরণের ইতিহাস প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তব্য হইলেও জীবনতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞানরূপ উদ্ঘাটনাদি রহে ইহা অকিঞ্চিৎকর। তদ্ব্যতিরেকে ঐ সকল বিবরণ হইতে কোন প্রকার সত্য সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব।

মানব চরিত্রের কতকগুলি সামাজিক ঘটনার অন্ততঃ বহুদর্শন দ্বারা সংগৃহীত নিয়ম ব্যতিরেকে, কেহই বিশেষ ধারণা করিতে পারে না। সমাজ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি, অতএব সমাজের কার্য্য ঐ জন সমষ্টির কার্য্য, সুতরাং তাহা ধারণা করিতে হইলে ব্যক্তিগত কার্য্যের ধারণ করা অগ্রে আবশ্যক। আবার এই সকল ব্যক্তিগত কার্য্য যে যে নিয়মে সমাহিত হইতেছে, তাহারা শরীর ও মন যে সকল নিয়মাধীন, তাহাদের দ্বারা পরিচালিত। অতএব দেখা গেল, মনুষ্য কার্য্যের এই চতুর্থ ভাগেও বিজ্ঞান দ্বারা শাসিত। দেখা গেল যে, প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী মনুষ্যকে সামাজিক মনুষ্য করিতে পারে না। ইতিহাসের অত্যল্প ভাগই মনুষ্যের কোন কার্য্যকারী হয় এবং তাহারও আবার সদ্ব্যবহার হয় না।

অবশেষে আমরা মানব জীবনের যে অবকাশ সময় আমোদ প্রমোদে নিয়োজিত হয় তাহাতে উপনীত হই। পূর্ব্বোক্ত বিভাগগুলির ন্যায় ইহাকে শুদ্ধ প্রত্যক্ষ উপ-যোগিতার দ্বারা বিচার না করিলেও, উচ্চ এবং সুন্দর ভাবগ্রাহক মানসিক বৃত্তির পরিচালনার আমরা সম্যক পক্ষপাতী। চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, কাব্য, এবং প্রাকৃ-তিক সৌন্দর্য্যানুভব পরিত্যাগ করিলে জীবন শুষ্ক মরুময় হইয়া উঠে। ইহাদের উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে ইহারা সমধিক শ্রদ্ধা লাভ করিবে। মনুষ্য সমাজ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া যখন প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ সম্যক প্রকারে মানব সৌকর্য্যে নিয়োজিত হইবে, যখন পরিশ্রমের যৎপরোনাস্তি সুব্যবহার হইবে এবং যখন এই সকল সুবিধার জন্য জীবনের অবসর ভাগ অনেক পরিবর্দ্ধিত হইবে,

তখনই শিল্পবিদ্যাজনক-সৌন্দর্য্যগ্রহণেচ্ছা সম্যকভাবে পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে।

কিন্তু শিল্পবিদ্যার যতই আবশ্যক হউক না কেন, যে সকল বিদ্যা আমাদিগের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য শিক্ষা দেয় ইহা তাহার অধীন। সাহিত্য অথবা শিল্প অত্যাবশ্যকীয় হইলেও, যে সকল বিদ্যা উহাদিগের জনক তাহা অপেক্ষা কখনই প্রয়োজনীয় হইতে পারে না।

উদ্ভিজরোপক পুষ্পের জন্য বৃক্ষ রোপন করিলেও বৃক্ষের প্রতি সমধিক যত্ন প্রদর্শন না করিলে পুষ্প লাভ হয় না। সর্ব্ব প্রকার শিল্প বিদ্যাই সভ্যতার সন্তান, অতএব যে সকল বিদ্যা জন সমাজে সভ্যতার স্রোত আনয়ন করে, তাহারা শিল্পা-পেক্ষাও অগ্রে বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য।

এই স্থলেই আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর মহৎ দোষ দেখা যায়। আমরা অগ্রে বৃক্ষ সেচন না করিয়া পুষ্প প্রত্যাশা করিতেছি। বাহিরের চাকচিক্যের মোহে আমরা অন্তরের সারকে হতাদর করিতেছি। আত্মরক্ষা, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ, সন্তান পালন, এবং সমাজ সংক্রান্ত শিক্ষাকে আমরা তাচ্ছল্য করিয়া বহু যত্ন সহকারে জনমোদিত এবং প্রশংসাদায়ক অন্তঃসারশূন্য কতকগুলি বিষয় শিশুর মস্তিষ্কে বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট করাইতেছি। আধুনিক বহু-ভাষ্য জ্ঞান প্রার্থনীয় স্বীকার করিলেও জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যসাধক বিদ্যা সকলকে উপেক্ষা করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

কতকগুলি প্রাচীনভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিলে আধুনিক ভাষা সুন্দররূপে লিখিতে পারা যায় সত্য; অপিচ সুন্দর

রূপে সন্তান পালন শিক্ষা করা আরও প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই। এবং শিল্পাদি বিদ্যা উপকারক হইলেও জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় বিদ্যাসমূহ হইতে অনেক পরিমাণে অল্প-মূল্য এবং তাহারা যে প্রকারে জীবনের অবকাশ ভাগ অতি-বাহিত করায় সেই প্রকার শিক্ষা কালের অবসরকালই তৎ-শিক্ষার উপযুক্ত সময়।

শিল্পাদি বিদ্যা বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে যে প্রকার অন্যান্য বিভাগে, সেই প্রকারে এস্থলেও বিজ্ঞান তৎশিক্ষার প্রধান সহযোগী। সচরাচর আমরা বিজ্ঞান বলিলে যাহা বুঝি, হয় ত অনেক শিল্পী তাহা জানে না, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা বহুদর্শনের দ্বারা কতকগুলি নিয়ম সংগ্রহ করিয়া এক প্রকার স্থূল বিজ্ঞান করিয়া লয়।

শিল্প বিদ্যার সমস্ত রচনাই ভিতরের ভাব অথবা বাহি-রের বস্তুর সহিত সংযুক্ত। অতএব এই দুই প্রকার অস্তিত্বের নিয়মাবলীর জ্ঞানের উপর ইহা নির্ভর করিতেছে। এই সিদ্ধান্ত যে প্রকৃত কার্য্যের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে তাহা আমরা দেখাইব। যে সকল যুবক ভাস্কর্য্যবিদ্যা শিক্ষা করে তাহাদিগকে প্রথমে পেশী এবং অস্থি-সংস্থান শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং ইহা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পিরা ঐ সকল বিষয়ে অজ্ঞতা বশতঃ যে সকল প্রমাদে পতিত হইত ইহারা আর তাহাতে পতিত হয় না। এই প্রকার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। চিত্রবিদ্যায়ও এইরূপ অনেক স্থলে অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। চীনদে-

সঙ্গীতেও বিজ্ঞান আবশ্যক এ কথায় অনেকের আশ্চর্য্য বোধ হইবে। সঙ্গীত মানব মনের স্বাভাবিক ভাবতরঙ্গের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি; অতএব যে পরিমাণে আমরা এই স্বাভাবিক ভাষার নিয়মানুসারে চালিত হই, আমাদিগের সঙ্গীত সেই পরিমাণে ঔৎকর্ষ লাভ করে। যে সকল বিবিধ প্রকারের ভাব উচ্চ-নীচ প্রভৃতি স্বর সংযোগ আত্ম বিকাশ করে তাহারাই সঙ্গীতের বীজ স্বরূপ। ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে এই সকল ভাবব্যক্তকারক স্বর কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যকর হয়; অতএব সেই সকল নিয়ম বোধ না থাকিলে কখনই সঙ্গীত সুপ্রযুক্ত হয় না। অনেক সময়ে যে অনেক সঙ্গীত ভাল লাগে না, তাহার কারণ এই যে তাহাতে যে সকল স্বর রচিত, তাহার সহিত গ্রথিত ভাবের কোন ঐক্য নাই। এই জন্য অসত্য বলিয়াই তাহারা সুখদায়ক হয় না এবং তজ্জন্যই তাহারা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। কবিতা সম্বন্ধেও এই প্রকার, যে স্থলে বাক্য উচিত ভাব অথবা ভাব বাক্যকে অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানকে দূরীভূত করে, সেই স্থানই পড়িতে কষ্টদায়ক।

শিল্পীর যে কেবল প্রযোজ্য বিষয়ের বিজ্ঞানে অধিকার থাকিলেই হইল, এমত নহে; সেই সকল বিষয় মানব মনে কি প্রকার কার্য্য করে তাহাও জ্ঞানা আবশ্যক। শিশু প্রবীণের ন্যায় কোন চিত্রের অর্থ গ্রহণে সক্ষম হয় না কেন? শিক্ষিত ভদ্রলোক অশিক্ষিত কৃষকাপেক্ষা কাব্য পাঠে কেনই বা তৃপ্তি লাভ করেন? তাহাদের বিস্তৃত জ্ঞানই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? অতঃপর আমাদিগের

বিবেচনা করিতে হইবে যে বিজ্ঞান কেবল প্রত্যেক শিল্পের মূলে উপবিষ্ট নহে, বিজ্ঞানও কাব্য বিশেষ। সচরাচর শুনা যায়, কাব্য এবং বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী; একথা অতি ভ্রান্ত। সত্য বটে, অহং-জ্ঞান জড়িত মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে, বোধ-শক্তি এবং অন্তরের ভাব উভয়েই বিরোধী। সত্য বটে, চিন্তা শক্তির সমধিক পরিচালনায় হৃদয়ের ভাবের উচ্ছ্বাস ক্রমশঃই স্বল্প হইয়া উঠে এবং প্রবল ভাবের উচ্ছ্বাস চিন্তা শক্তিকে জড়বৎ করিয়া ফেলে। এই অর্থে সমুদয় মনো-বৃত্তি পরস্পর বিরোধী। তাহা হইলেও বিজ্ঞান, প্রণোদিত-বিষয়গুলি যে নীরস কাব্য বিহীন, এবং বিজ্ঞান চর্চ্চা স্বভাবতঃই কাব্য রস আস্বাদন, ও কল্পনা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে, একথা সত্য নহে। বরং বিজ্ঞান দ্বারা শুষ্কবৎ প্রতীয়মান বিষয়ও কাব্যরসময় হইয়া উঠে। যে কেহ "হিউগ-মারিল" কৃত ভূগর্ভ বিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিবেন তাঁহারই প্রতীত হইবে যে, বিজ্ঞান কি প্রকারে কাব্য উত্তে-জিত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আলোচনা করিতে করিতে তাহার প্রতি কি প্রেমের হ্রাস হয়! যিনি এক বিন্দু জলের উপাদান সকল যে শক্তি দ্বারা সংযুক্ত আছে এবং যাহাকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন করিলে সহসা আভা উৎপাদিত হইবে জানেন, তাঁহা অপেক্ষা অজ্ঞলোকের কাছে কি জলবিন্দুর অধিক আদর? পণ্ডিত কি তুষারকণার অদ্ভুত শিল্প দেখিয়া অজ্ঞ লোকাপেক্ষা উচ্চতর ভাবে নীত হন্ না? বাস্তবিকই সাধারণ লোকাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক সহস্রগুণে অধিক কবি।

হায়! হায়! মনুষ্য সামান্য বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইতিহাসোক্ত কোন ক্ষুদ্র-মনুষ্য-রাজার মন্ত্রণা

লইয়া কত তর্ক বিতর্ক করিতেছে, প্রাচীন গ্রীক্ ভাষার একটী ক্ষুদ্র কবিতা লইয়া অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডায় কাল ক্ষেপণ করিতেছে, তথাপিও অনন্ত আকাশের অনন্ত রচনা কৌশল দেখিবে না এবং রাজাধিরাজ ঈশ্বরের হস্ত ভূমণ্ডলের স্তরে স্তরে কত মহান্ কাব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে দৃষ্টিপাতও করিবে না !

অতএব দেখা গেল যে, সমুদয় মানবীয় শক্তি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। এতক্ষণ আমরা জ্ঞান পরম্পরায় মনুষ্য জীবন উপযোগিতা নির্দ্ধারিত করিতেছিলাম, এক্ষণে তাহাদের চর্চ্চায় মানসিক উন্নতি রূপ ঔৎকর্ষের অনুসন্ধান করিব। যে সকল জ্ঞান জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তাহাদের অনুসন্ধানে যে সমধিক মানসিক উন্নতি সাধিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহও নাই। যদি এক শ্রেণীর উপযোগী জ্ঞান আর এক শ্রেণীর জ্ঞান দ্বারা মানসিক ঔৎকর্ষ সাধিত হইত, তাহা হইলে প্রকৃতির সুন্দর নিয়োগ প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণ হইত। জীব রাজ্যের সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, যে সকল প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে তৎ সাধনেই তাহাদের উন্নতি হয়। অসভ্য আমেরিক পশু শীকার করিতেই তৎসাধনোপযোগী দ্রুতবেগ এবং তৎপরতা প্রাপ্ত হয় এবং এ প্রকার শারীরিক বল এবং স্বাস্থ্য লাভ করে, যাহা ব্যায়াম দ্বারা কখনই সম্পাদিত হইত না। ব্যুমম্যান্ সর্ব্বদা শত্রু হস্ত হইতে পলায়ন অথবা শত্রু অন্বেষণ করিয়া অদ্ভুত দূর-দৃষ্টি লাভ করে, এবং এই অভ্যাস বশতঃই এক জন সামান্য খাজাঞ্চী অন্যের বিষয় জনক দীর্ঘ হিসাব শীঘ্র সম্পন্ন করে। অতএব

দেখা যাইতেছে যে, যে সকল মনোবৃত্তি যে যে কার্য্যের জন্য সাধিত তৎসাধনেই তাহাদের উন্নতি হয়। অতএব শিক্ষা সম্বন্ধেও সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা মানসিক উন্নতি দায়ক।

সচরাচর বালককে কতকগুলি ভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে এই প্রকার বলা হয় যে, তাহা দ্বারা উহার স্মরণ-শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং তাহা কতকগুলি বাক্য মনে রাখিতে হয় বলিয়া সহজ হইয়া উঠে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বিজ্ঞান শিক্ষার আরও অধিক বিষয় মনে রাখিতে হয়। সৌর জগতের অদ্ভুত কাণ্ড এবং তদপেক্ষা আরও দুরূহ আমাদের সৌর জগতের অধিষ্ঠাতৃ তারকা পুঞ্জের গঠন স্মরণ রাখা কি সহজ? শরীর-স্থান বিদ্যায় কি রাশি রাশি নাম স্মরণ রাখিতে হয় না? অতএব বিজ্ঞান অল্প শিক্ষা করিতে গেলেও স্মরণ-শক্তির যথেষ্ট আলোচনা হয়। যদিও ভাষার বাক্য সকলের সহিত ভাবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে স্বীকার্য্য এবং যদিও এই সম্বন্ধে কতকদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ভাষার কথা জোযনা এবং ভাবের মধ্যে আকস্মিক সম্বন্ধ আছে এই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রণোদিত প্রত্যেক কথা শ্রেণীর সহিত ভাব এবং বাস্তব পদার্থের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, অতএব স্মরণ-শক্তির পোষণ ব্যতীত বিজ্ঞানের আরও উপযোগিতা।

সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান যে, অধিক মানসিক ঔৎকর্ষ সাধক তাহার আরও প্রমাণ এই যে ইহার দ্বারা বিচার-শক্তি দৃঢ়ীকৃত হয়। প্রোফেসর ফ্যারাড়ে রয়াল

ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌ নামক সভায় মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে "সমাজ যে কেবল বিচার-শক্তির শিক্ষার বিষয়ে অজ্ঞ তাহা নহে, আপনার অজ্ঞতার প্রতি অন্ধ, এবং ইহার কারণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অনাদর।" চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহাদিগের প্রকৃত জ্ঞান, তাহাদিগের ঘটনা প্রকৃতি বিজ্ঞান দ্বারা না জানিলে হইতে পারে না। শত সহস্র ভাষা শিক্ষা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ে এবং তাহা হইতে সত্য নির্ণয়ে কখনও সক্ষম হইবে না। কতকগুলি ঘটনা দেখিয়া তাহা হইতে তাহাদিগের কার্য্যাদি নির্ণয় এবং তাহা পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা দীর্ঘব্যাপী অভ্যাস না থাকিলে হয় না; এবং বিজ্ঞান এই প্রকার অভ্যাসের উপদেষ্টা।

আরও দেখুন চরিত্র গঠনে ভাষা অপেক্ষা বিজ্ঞান কত উপযোগী। বালক ভাষা শিক্ষা করিতেছে, কাজেই শিক্ষক অথবা অভিধানের উপর তাহার বিশ্বাস অভ্রান্ত, এই প্রকারে ব্যক্তি অথবা পুস্তক বিশেষে স্বাধীন চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাহার বিশ্বাস ঘনীভূত হইতে থাকে। অপর দিকে বিজ্ঞানের প্রত্যেক সত্যই প্রমাণের উপর নির্ভর করে কিছুই বিশ্বাস করিয়া লইতে হয় না, অতএব পাঠকের মনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। বিজ্ঞান শিক্ষায় আরও নৈতিক উপকার আছে, "ইহা দ্বারা" প্রোফেসর টিণ্ড্যাল বলেন, "অপ্রতিহত অধ্যবসায় লাভ করা যায়, এবং বিনীত ভাবে প্রকৃতি প্রদত্ত সত্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা হয়। পূর্ব্বার্জ্জিত সমুদয়

বিষয় বিজ্ঞান শিক্ষার্থি এক নিমেষে পরিত্যাগ করেন, যদি তাহা সত্যের বিপক্ষ হয়। ইহা কি অত্যুন্নত ত্যাগস্বীকার নহে ?

সর্ব্বশেষ আমরা বলি যে বিজ্ঞানই যথার্থ ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ। অবশ্য এস্থলে ধর্ম্ম শব্দ অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইল। সত্য বটে ধর্ম্ম নামের আবরণে যে সকল কুসংস্কার মনুষ্য সমাজে প্রচলিত আছে বিজ্ঞান তাহাদিগের বিপক্ষ; কিন্তু একবার বিজ্ঞানের গাম্ভীর্য্যে উপনীত হও অমনি দেখিবে "যথার্থ বিজ্ঞান এবং যথার্থ ধর্ম্ম যমজ ভগিনী, তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট কর উভয়েই মরিবে। যে পরিমাণে ধর্ম্ম মিশ্রিত হইবে সেই পরিমাণে বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে, যে পরিমাণে বিজ্ঞান ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে, সেই পরিমাণে ধর্ম্মও অটল হইবে বিখ্যাত পণ্ডিতেরা যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা কেবল বুদ্ধি বলে নহে, কিন্তু সেই বুদ্ধি ধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যুক্তি এবং তর্ক অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধ্যবসায়, তাঁহাদিগের প্রেম, তাঁহাদের নিরপেক্ষতা এবং তাঁহাদিগের স্বার্থত্যাগে বশীভূত হইয়া সত্য তাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছে" প্রোফেসর হক্সলি এই কথা বলেন বিজ্ঞান মানবের ধর্ম্মভাব হ্রাস করে। এসকল অতি অযৌক্তিক কথা। মনে করুন একজন গ্রন্থকারের সকলে প্রশংসা করিতেছে, শব্দসাগর মন্থন করিয়া সুমিষ্টতা গন্ধ নিষ্কাষণ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহার পুস্তকের এক পংক্তিও পাঠ করে নাই। এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে উচ্চতর দৃষ্টান্তে উঠা যাউক। বিশ্বপতির অনন্ত ঐশ্বর্য্যের এক কণা মাত্রও যাহারা জানেন না তাঁহাদের প্রশংসা অধিক গ্রাহ্য—না

যাঁহারা বিজ্ঞান লইয়া দিবারাত্র তাঁহার মহিমা অন্বেষণে মস্তিষ্ক আলোচিত করিতেছে তাঁহাদের প্রশংসা হৃদয়ের অভ্যন্তর ভাগ হইতে উঠে ? শুদ্ধ ইহাই নহে ; বৈজ্ঞানিকই যে কেবল ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতে সক্ষম তাহা নহে, দিবানিশি নিয়মাবলীর আলোচনা করিয়া, তাহাদের অনির্ব্বচনীয়, সৌন্দর্য্য অসীম দয়াভাব, অথচ অপ্রতিহত অবসম্ভাবী ফল চিন্তা করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক সুকার্য্য অথবা কুকার্য্যের ফল অনিবার্য্য বলিয়া অপেক্ষা করে, অথচ সমস্তই যে মঙ্গলের নিমিত্ত ঘটিতেছে তাহা মনে করিয়া আনন্দিত হয়। শেষতঃ এই অনন্ত দুর্ভেদ্য জগতের মধ্যে আমরা কে এবং অগণ্য সত্বা-পূর্ণ জগতের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধই বা কি বিজ্ঞান ইহাও স্থির করে।

একদিকে বিজ্ঞান জ্ঞাতব্য স্থির করায়, অপর দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া মনুষ্য মনের অগম্য বিষয় নির্দ্দেশ করে। বিজ্ঞানের তুল্য নম্রতা আর কেহই শিক্ষা দেয় না। চারিদিক হইতে মানবের অনেক অলঙ্ঘ্য বাধা দেখাইয়া, তাহার অনুত্ব বিশেষরূপে প্রমাণ করে। যদিও বিজ্ঞান সত্যের অনুরোধে নিষ্মম প্রাচীন কুসংস্কার পদদলিত করে, তেমনি অপরদিকে বাক্য মনের অতীত নির্দ্বন্দ্ব সনাতন বিষয়ের নিকট মস্তক অবনত করিয়া আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করে। যে শক্তিতে সমস্ত জগৎ চালিত হইতেছে, বিশ্বের সমুদয় জীবন, জগতের সমুদয় সত্তা, ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি, যে মহাশক্তির বিকাশ মাত্র ; সেই অনন্ত শক্তির নিকট মানুষের জ্ঞান কত ক্ষুদ্র, কত অকিঞ্চিৎকর তাহা প্রকৃত বৈজ্ঞানিকই বুঝিতে সক্ষম। অতএব দেখা গেল, কি শিক্ষার্থে, কি মানসিক ঔৎকর্ষ সাধনার্থে একমাত্র বিজ্ঞানই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। কি জ্ঞানার্থে, কি ধর্ম্মার্থে, বাক্য শিক্ষা

অপেক্ষা কাব্য প্রণোদিত বিষয় শিক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ, এবং
বিজ্ঞানই কেবল ইহা সাধন করিতে সক্ষম।

দেখিলাম আমরা যাহা নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, ে
শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগিতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম
সে প্রশ্নের সকলদিক ইহতে একমাত্র উত্তর আসিল,—বিজ্ঞান
যদি জীবন সুনিয়মে রক্ষা করিতে হয়, তবে শিক্ষা কর,—বিজ্ঞান
যদি জীবিকা নির্ব্বাহরূপ অপরোক্ষ প্রাণরক্ষা শিক্ষা করিতে হয়
শিক্ষা কর,—বিজ্ঞান। যদি সন্তান পালন শিক্ষা করিতে হ
শিক্ষা কর,—বিজ্ঞান। যদি সমাজের একটী প্রকৃত অঙ্গ হই
চাও, তবে শিক্ষা কর,—বিজ্ঞান। যদি প্রাণ বিমোহ
সঙ্গীত শিল্পাদি শিখিতে চাও, তবে শিক্ষা কর,—বিজ্ঞান।

মনুষ্য সমাজের আধুনিক যে অবস্থা, যে অবস্থাকে আম
সভ্য অবস্থা বলিয়া এত অভিমান করি, তাহা বিজ্ঞান বি
কোথা থাকিত? তথাপি বিজ্ঞান চর্চ্চার বহুল প্রচার
না। এসিয়া খণ্ডের একটী গল্প অবলম্বন করিয়া আ
বলি যে, বিজ্ঞান উক্ত গল্পের সর্ব্বংসহা সর্ব্বকর্ম্মপটু কনি
ভগিনীর ন্যায়। কিন্তু সে দিন শীঘ্রই আসিবে যখন কনি
আপনার গুণের যথোচিত পুরস্কার পাইবে, এবং জ্যেষ্ঠ
আপনাদের গর্ব্বের ফলস্বরূপ অন্ধকারে পড়িয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান শিক্ষা।

মনুষ্য সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হয়। এক সময়ে সন্তান বলিয়া সেই সময়ের সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা-প্রণালীতে পরস্পর সাহায্য থাকে। যে সময়ে মনুষ্য সমাজে বিশেষ বাক্যের একাধিপত্য ছিল, যখন ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা স্ফূর্ত্তি পাইতে না পাইতেই পদদলিত হইত, সে সময়কার শিক্ষা-প্রণালীও ঐরূপ ছিল। "জিজ্ঞাসা করিও না, বিশ্বাস কর" এই বাক্য কি ধর্ম্ম মন্দিরে, কি বিদ্যালয়ে সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত শাসন বিস্তার করিত। আবার যখন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি স্বাধীনতা পাইল, তখন বিদ্যালয়েও প্রত্যেক বিষয়ের কারণাদি শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে সঙ্গে যখন লঘু পাপে গুরু-দণ্ড হইত, যখন রাজার ইচ্ছার উপর প্রজার ধন মান জীবন নির্ভর করিত, বিশেষবিধ পাশব রাজ দণ্ড যখন মনুষ্য সমাজকে কলঙ্কিত করিত, সে সময়ে শিক্ষার্থিরাও অতি নিষ্ঠুর ভাবে ব্যবহৃত হইত। ক্রমে যখন স্বাধীনতা জন সমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল তখনি ছাত্রদিগের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধি হ্রাস হইতে লাগিল। যখন সংযমই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, যখন শরীর এবং মনকে সর্ব্ব প্রকার ভোগেচ্ছা হইতে বিরত রাখাই ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদিত হইত, সে সময়ে বালকের নির্দ্দোষ ক্রীড়াও অতি ভীষণ পাপ বলিয়া বাধিত হইত। আবার যখন বৈষয়িক সুখেচ্ছা মানব হৃদয়ের ন্যায্য অধিকার বলিয়া

পরিগণিত হইতেছে, বিশ্রাম এবং নির্দোষ আমোদের জন্য এক্ষণে সময় নির্দিষ্ট করা হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতা এবং শিক্ষকও বালকের ক্রীড়া এবং চঞ্চলতা ক্ষিপ্র হস্তে বারণ করিতেছেন না। যে সময়ে লোকে মনে করিত রাজশাসন দ্বারা নিয়মাবদ্ধ করিলে বণিজ্যের সমধিক উন্নতি হইবে, সে সময়ে লোকে শিশুর মনও শিক্ষা দ্বারা গঠিত হইবে, এই প্রকার মনে করিত,—মনে করিত যে, শিশুর মন কেবল শিক্ষক প্রদত্ত জ্ঞান ধারণার পাত্র মাত্র। আবার এক্ষণে যখন বাণিজ্যাদির সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই উন্নতির মূল বলিয়া লোকের ধারণা জন্মিতেছে, যে সময়ে লোকে বিশ্বাস করে যে, সমাজ সংগঠন প্রাকৃতিক নিয়মে অভ্যন্তর হইতে স্ফূর্ত্তি পাইবে, যে সময়ে লোকে বিশ্বাস করে যে, মানসিক স্বভাবসিদ্ধ গতি অপ্রতিহত হইলে অনিষ্টোৎপাদন করে, সে সময়ে লোকে স্ফুটনোন্মুখ মানব প্রবৃত্তির স্বাধীন আত্মসংগঠনের ভাবকে অল্পই বাধা দিতেছে।

কয়েক শতাব্দী কি ধর্ম্ম বিষয়ে, কি সমাজ নীতি বিষয়ে সকলের ঐকমত্য ছিল। সকলেই রোম্যান্ ক্যাথলিক রাজতন্ত্র শাসনের পক্ষপাতী এবং আরিষ্টটলের ছাত্র ছিল যে গ্রামার স্কুল নামক শিক্ষা-প্রণালী তখন প্রচলিত ছিল তাহার বিরুদ্ধে কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিত না। এক কারণ এই উভয়বিধ একতাকেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। সেই কারণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্রম প্রতিষ্ঠা। এই কারণের কার্য্য স্বরূপ আধুনিক প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে এবং এই স্বা[illegible] শেষ না হইয়া ক্রমান্বয়ে খৃষ্টীয় সমাজের অসংখ্য মতের সৃ[illegible] করিতেছে, এই বেগের বিকাশে প্রাথমিক দুইটী রাজনৈতি[illegible] দল হইতে প্রতি দিন নূতন নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতেছে

ইহার অভাবে বেকন্ প্রাচীন দার্শনিক মতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং ইহাই আজি পর্য্যন্ত কত শত নূতন নূতন চিন্তা তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে। শিক্ষা-প্রণালীতেও ইহা দ্বারা কত প্রকারের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। এক অভ্যান্তরিক ক্রিয়ার কার্য্য বলিয়া এই সকল পরিবর্ত্তন প্রায় এক সময়ে উদ্ভূত হইয়াছে। কি পোপের, কি রাজার, কি দার্শনিকের, কি শিক্ষকের সকল প্রকার আপ্তবাক্যের অবনতি একই প্রকার কার্য্য, এই সকল বিষয়েই এক কারণ বিদ্যমান, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি।

অনেকে হয়ত শিশুশিক্ষার এই প্রকার অসংখ্য মতভেদে দুঃখিত হইবেন, কিন্তু প্রশস্তচেতা পণ্ডিত এই সকলের মধ্যে যথার্থ প্রণালী নির্ব্বাচনের উপায় দেখিতে পান। ধর্ম্ম বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা যে প্রকার কার্যকর হউক না কেন, শিক্ষা সম্বন্ধে উহা শ্রমলাঘবতা উৎপাদন করিয়া বহুল চর্চ্চার সহায়তা করে। যদি আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা-প্রণালী অবগত হইতাম, তাহা হইলে ঐ প্রকার মত ভেদ অমঙ্গলের কারণ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া এই মত ভেদ বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া যথার্থ প্রণালী নির্দ্ধারণ সুগম করিয়া দিতেছে। পরস্পরের ভ্রম সংশোধন অনেক পরিমাণে সহজ হইতেছে এবং এই প্রকারে শেষ আমরা যথার্থ প্রণালীতে উপনীত হইব। মনুষ্য মত তিন প্রকার অবস্থা দিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

১। অজ্ঞতার ঐকমত্য। ২। জিজ্ঞাসুর অবিশ্বাস। ৩। জ্ঞানের ঐকমত্য। দেখা যাইতেছে দ্বিতীয়টী তৃতীয়ের জনক, অতএব শিক্ষা-প্রণালী নির্ব্বাচনের এই প্রকার মত ভেদ

পুনর্ব্বার সত্য শিক্ষা-প্রণালীর যে পিতা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক, এবং বিবিধ প্রকার অনুসন্ধানাদি হইতেছে, এক্ষণে দেখা যাউক ইহার দ্বারা আমরা কত পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছি।

প্রত্যেক ভ্রমের দমন হইলে তাহার ঠিক প্রতিবাদী ভ্রমের কিয়ৎকাল জয় হয়। যে সময়ে লোকে শারিরীক বল বিধানেই যথার্থ শিক্ষা বলিয়া মনে করিত তাহার ব্যত্যয় হইলে মানসিক চর্চ্চাই প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। যে প্রকার একটী ভ্রমের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আর একটী ভ্রমে উপনীত হইয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, দুইটীই একটী মূল সত্যের এক এক প্রান্ত মাত্র, সেই প্রকার এক্ষণে আমরা শারিরীক মানসিক উভয়বিধ শিক্ষা একত্র করিয়া যথার্থ সত্যানুসন্ধানে চেষ্টা পাইতেছি। বলপূর্ব্বক শিশুমস্তিষ্কে জ্ঞান প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করা এক্ষণে আর হয় না, প্রাকৃতিক নিয়ম সংরক্ষণের উপকার এবং তাহাদের সুনিয়মে প্রতিপালন করার উপযোগিতা এক্ষণে লোকে বুঝিতেছে। লোকে বুঝিতেছে যে, সময়ের যথা-সাধ্য সুব্যবহার করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। এক্ষণে বালককে পাঠ বা গ্রহ করান অভ্যাস ক্রমে লোপ পাইতেছে। প্রাচীন প্রণালীতে অক্ষর পরিচয়ের বিরুদ্ধে এক্ষণে সকলে দণ্ডা-য়মান হইতেছেন। বালকের স্বাভাবিক জ্ঞানলাভেচ্ছা এক্ষণে সকলে বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা পান। ব্যাটারসি নামক স্কুলের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, "তথায় প্রাথমিক শিক্ষা সমস্তই মৌখিক দেওয়া হয়, এবং প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেওয়া

হয়।” যদিও এক্ষণে অগ্রে নিয়ম পশ্চাৎ দৃষ্টান্ত শিক্ষার বহু প্রচার আছে, তথাপিও লোকে বুঝিতেছে যে, অগ্রে বহু দৃষ্টান্ত পশ্চাৎ নিয়মের নিষ্কাষণই স্বাভাবিক। যে সকল বিষয় আমরা আপনাদের প্রয়াসে শিক্ষা করি, তাহা প্রায়ই বিস্মৃত হই না “যাহা সহজে আসে তাহা অল্পেই যায়” একথা অর্থাগম সম্বন্ধে যে প্রকার সত্য, শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই প্রকার। যদি কেবল কতক গুলি নিয়ম শিক্ষা করা যায় তাহা শীঘ্রই স্মরণ-শক্তি হইতে বিস্মৃত হয়। যদি স্বযত্নে দৃষ্টান্ত সমূহ হইতে উক্ত নিয়ম শিক্ষা করা যায়, তাহা হইলে তাহা কখন স্মরণ পথের অতীত হয় না। ঐ প্রকার শিক্ষা না হইবার প্রধান দোষ এই যে, যে সকল নিয়ম বালক শিক্ষা করিয়াছে তাহার বাহিরে গেলেই হস্তপদ বদ্ধ হইয়া যায়, যে নিজ আয়াসে শিক্ষা করে তাহার নিকট নূতন বিষয় কেবল পূর্ব্বের ন্যায় যত্নসিদ্ধ। অগ্রে দৃষ্টান্ত, পরে নিয়ম ইহাই প্রাকৃতিক পর্য্যায়; এবং যে বুদ্ধি যত পরিমাণে এই প্রকার নিয়ম সকল স্বযত্নে নিষ্কাষিত করিতে সক্ষম সে বুদ্ধি সেই পরিমাণে উন্নত।

এই প্রকার নিয়মাবলী শেষ শিক্ষণীয় বলিয়া লোকের জ্ঞান হওয়ায় ব্যাকরণ এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রথমেই অধীত হয় না। ব্যাকরণ ভাষার বিজ্ঞান স্বরূপ, অগ্রে ভাষাজ্ঞান না জন্মিলে ব্যাকরণ শিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। ব্যাকরণ সৃষ্টির পূর্ব্বে কি লোকে কবিতাদি লিখিত না? অরিষ্টটল ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে কি লোকে বিচার করিত না।

প্রাচীন কয়েকটি বিষয় লোপ হইয়া এক্ষণে কয়েকটি নূতন বিষয়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পর্য্যবেক্ষণ শক্তির আলোচনা ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বহুদর্শনের পর লোকে এক্ষণে স্বীকার করে,

যে শিশুদিগের গাঢ় পর্য্যবেক্ষণ চেষ্টার অনেক উপযোগিতা আছে। শিশুর যে সকল অঙ্গ বিক্ষেপ এবং ক্রীড়া পূর্ব্বে কেবল ক্রীড়া অথবা দৌরাত্ম বলিয়া গৃহীত হইত, এক্ষণে তাহা পরবর্ত্তী সমুদয় জ্ঞানোপার্জ্জনের ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হইতেছে। এই জন্যই লোকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ বোধ শিক্ষা দিবার যত্ন করিতেছে, কিন্তু সবিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। দ্রষ্টব্য এবং স্পর্শক্ষম পদার্থ সকলের যথাবথ জ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের বোধ, আমাদের মীমাংসা, এবং আমাদের কার্য্যে জড়তা থাকিবে। বস্তুতঃ বহুপরিমাণে পর্য্যবেক্ষণ সকল প্রকার সিদ্ধির অগ্রগামী। কেবল যে পদার্থবিৎ, শিল্পী, এবং প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের পক্ষে উক্ত অভ্যাস উপযোগী তাহা নহে; কেবল যে চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের জন্য উহা আবশ্যক তাহা নহে; কেবল যে নৃপতির পক্ষে উহা একান্ত প্রয়োজন তাহা নহে;—প্রত্যেক দার্শনিকেরও উহা আবশ্যক এবং জগৎ তাঁহাকেই কবি বলে যিনি পূর্ব্বগামীদের অলক্ষিত কতকগুলি বস্তুর মধ্যে এরূপ নূতন সম্বন্ধ দেখাইতে পারেন যাহা লোকে পড়িবামাত্র যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারে।

যে পরিমাণে দৃষ্টান্ত ছাড়া সত্য শিক্ষা কমিতেছে, সেই পরিমাণে দৃষ্টান্তসহ সত্য শিক্ষার আদর বাড়িতেছে। এক্ষণে অনেক স্থানে ছোট ছোট গোলাপূর্ণ কাষ্ঠফ্রেমের দ্বারা সামান্য গণিত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রোফেসর ডিমরগান্ যে উপায়ে দাশমিক ভগ্নাংশ শিক্ষা দেন, তাহাও এবিষয়ের দৃষ্টান্ত।

ম্যোস্যু মারসেল প্রাচীন রীত্যানুসারে ওজন পরিমাণাদির নামতা অভ্যাস না করাইয়া কয় ফুটে এক গজ হয় ইত্যাদি স্বহস্তে মাপিয়া বাহির করিতে বলেন। অনেক স্থলে বিবিধ

প্রকারের খণ্ড খণ্ড কাষ্ঠ সকল বালককে ক্রীড়া করিতে দেওয়া হয়, উহারা এ প্রকার ভাবে খণ্ডিত যে তাহাদিগকে একত্রিত করিলে জ্যামিতি এবং ভূগোলের নানা প্রকার প্রযুক্ত আকৃতি ধারণ করে। এই সকল ফলক সাজাইতে সাজাইতে বালকের মন সেই আকৃতিতে অভ্যস্ত হইয়া আইসে; অতএব স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, এই প্রণালীর উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া মনুষ্য সমাজ আধুনিক অবস্থায় আনীত হইয়াছে, বালককে সেই প্রকার স্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া উপনীত করা।

আর একটি অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতেছে। যতদূর সম্ভব এক্ষণে জ্ঞান শিক্ষা আনন্দজনক করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। লোকের এক্ষণে বিশ্বাস হইতেছে যে, বালকের মন যখন যে প্রকার জ্ঞানার্জ্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে অবস্থায় সেই জ্ঞানই তাহার উপযোগী এবং তাহার বিপরীতাবরণ হইলে অবশ্যই অনিষ্টপাত হয়। ম্যোসু মার্সেল বলেন বালকের বিবিধ প্রকার দ্রব্যের জন্য স্বাভাবিক ইচ্ছা পরিপুষ্ট করা উচিত। এইরূপে তাহার কৌতূহল চরিতার্থের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান শিক্ষা হইবে। বালক কোন বিষয়ে বিরক্তি দেখাইবার পূর্ব্বেই সে বিষয়ের শিক্ষা বন্ধ করিবে। লোকের এই সকল বিষয়ে ক্রমশঃ যে ধারণা হইতেছে, স্কুলে মধ্যে মধ্যে অবকাশ দেওয়া, এবং দলবদ্ধ করিয়া সুন্দর সুন্দর স্থান পরিদর্শনের জন্য বালকদিগকে লইয়া যাওয়াই তাহার নিদর্শন। যে প্রকার এক্ষণে বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে সুখান্বেষণই সমাজতত্ত্বের মুখ্যপথ, সেই প্রকার এক্ষণে বিদ্যালয়েও শিক্ষা আমোদজনক করিবার চেষ্টা হইতেছে।

প্রত্যেক স্বাভাবিক ইচ্ছা সাধনে আনন্দ হয় এবং সেই আন-

দই সেই সেই ইচ্ছা সাধনে প্রবৃত্ত করায়। অতএব দেখা গেল যে, যে সকল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে সে সমস্তই স্বভাবের অনুগামী বলিয়া মোদনীয়। এই প্রকারে আমরা পেষ্টালজি দ্বারা বহুকাল পূর্ব্বে প্রচারিত সত্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হই-তেছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষা এবং তাহার প্রণালী উভয়ই স্বাভাবিক হওয়া উচিত। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কতকগুলি জ্ঞাতব্য আছে, এবং ইন্দ্রিয় সকলের ক্রমোন্নতির একটি আনু-পূর্ব্বিক ন্যায় আছে। ঐ সকল বিশেষ জ্ঞান এবং এই ন্যায়ের যথার্থ ধারণাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে সকল উন্নতি বলিয়া উল্লি-খিত হইয়াছে সকলগুলিই এই ধারণার চেষ্টা মাত্র এবং এক্ষণে শিক্ষকদিগের মধ্যে এই বিষয়ের এক প্রকার আভাষ উত্থিত হইয়াছে বোধ হয়। মার্সেল বলেন "প্রকৃতি প্রণোদিত প্রণা-লাই সকল প্রণালীর আদর্শ।" মিং ওয়াইজ বলেন "বালককে আপনাকে আপনি শিক্ষা দিতে দাও, ইহাই শিক্ষার নিগূঢ় রহস্য।" যে প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রচলিত তীব্র ঔষধ এবং পথ্য আধুনিক মৃদু ঔষধের দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, যে প্রকার আমরা জানিতে পারিয়াছি বালককে পাপুয়ানদিগের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া নানা প্রকার অস্বাভাবিক শারিরীক গঠন করা অন্যায়, যে প্রকার আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, সকল প্রকার কৌশলপূর্ণ উপায় অপেক্ষা কয়েদীদিগকে পরিশ্রম করানই কারাগারের শান্তি রক্ষার এক মাত্র উপায়, সেই প্রকার শিক্ষাতেও অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন না করিয়া স্বাভাবিক সংগঠনের বিকাশকে সাহায্য করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক পরিপোষ-ণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে এই মৌলিক সত্য যে একেবারে অনাদৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। শিক্ষকেরা

কতক পরিমাণে তাঁহাদের শিক্ষা-প্রণালীকে এই নিয়মের বশবর্ত্তী না করিয়া থাকিতে পারেন না ; কারণ ইহা ভিন্ন শিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই। তেরিজ শিক্ষার পূর্ব্বে কখনও ত্রৈরাশিক শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, জ্যামিতির পূর্ব্বে কনিক্‌সেকসান্ শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের মহৎ দোষ এই যে, যাহা তাঁহারা সমগ্র বিষয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ে স্বীকার করিতেন না। মনে করুন দুইটি বস্তু পৃথক ভাবে ব্যবধান বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত এই একটি ধরণা, আর একটি অতি মহান্ ধারণা যেমন এই দেশ পর্ব্বত নদী পর্ব্বতাদি পরিবেষ্টিত অতি বৃহৎ ভূমণ্ডল প্রচণ্ডবেগে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এই দুইটি ধারণার মধ্যে যদি অনেক সময় ব্যবধান রাখিতে হয়, যদি ক্ষুদ্র হইতে ক্রমে বৃহৎ ধারণা তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়, তাহা হইলে কি স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে না যে কতকগুলি ক্রমন্যায় ভিন্ন শিশু মনের আর গন্তব্য নাই। প্রত্যেক বৃহৎ ধারণা যাহাতে ক্ষুদ্র হইতে বালক ক্রমে উপনীত হয়, তাহা কতকগুলি ক্ষুদ্র ধারণার সমষ্টি। অতএব অংশ শিক্ষা না দিয়া একেবারে সমষ্টি শিক্ষা দেওয়া কি অজ্ঞের কার্য্য নহে? যে শিক্ষা এই ক্রমন্যায়ের বশবর্ত্তী নহে সেই শিক্ষাই বালকদিগের বিরাগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

যদি শিক্ষা এই প্রকার স্বাভাবিক বলিয়া প্রমাণীত হইল তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে "তবে কেন শিক্ষা দেও? বালককে কেন প্রকৃতির হস্তে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক না?" ইহার উত্তর দিতে আমরা প্রবৃত্ত হই। প্রকৃতির একটি নিয়ম এই যে, যে জীবের শরীর যত পরিমাণে জটিল, তাহাকে তত অধিক পরিমাণে শৈশবে খাদ্য এবং রক্ষার

নিমিত্ত মাতৃ আশ্রয় লইতে হয়। অতি সহজে উৎপাদিত হয়, এপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের বীজে এবং দীর্ঘকাল বর্দ্ধনশীল, পুষ্টির নানা প্রকার উপায় বিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষের বীজে যে অতি মহৎ অন্তর তাহা এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। উদ্ভিদ রাজ্য হইতে জীব রাজ্যে আসিলে দেখিতে পাই যে, একটি মানাড্ স্বীয় জনকের শরীরের অর্দ্ধবিভক্ত ভাগ হইতে উৎপন্ন হইবা মাত্র জনক-মনাড্টি যে প্রকার কার্য্যক্ষম সেও সেই প্রকার কার্য্যক্ষম এবং স্বাবলম্বন বিশিষ্ট হয়। আর একটি মনুষ্য-শিশু কতদিন ধরিয়া জন্মিবে, আবার জন্মিয়া কতদিন মাতার স্তন্যপান করিবে এবং রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবে। এই নিয়ম যে কেবল শরীরের সম্বন্ধে তাহা নহে; মনের সম্বন্ধেও এইরূপ। মানসিক গঠনের নিমিত্ত ও প্রত্যেক উচ্চ শ্রেণীর জীব এবং বিশেষতঃ জনক-জননীর উপর নির্ভর করে। সঞ্চরণে অক্ষম শিশু আপনার খাদ্যাহারণের ন্যায় মানসিক প্রবৃত্তিসমূহের ক্রিয়োপযোগী বস্তু আহরণেও অক্ষম। যেমন সে আপনার খাদ্য পাকে অক্ষম, সেই প্রকার কতকগুলি জ্ঞানকে ধারণাক্ষম ভাবে আনয়ন করিতে অপারক। উচ্চ সত্য সংগ্রহের একমাত্র উপায় ভাষা, তাহাও সে অপরের নিকট শিক্ষা করে। আভিরণ প্রদেশে ধৃত বন্যবালকের দ্বারা প্রমাণীত হয় যে সহায়তা না পাইলে মনুষ্যের প্রবৃত্তি সকল অত্যন্ত ব্যাহত হয়। যেরূপ যথা সময়ে, যথা নিয়মে, যথার্থ উপযোগী খাদ্যাদি প্রদান করা উচিত, সেইরূপ মানসিক খাদ্যাদি প্রদান করাও কর্ত্তব্য। পিতা মাতার দেখা উচিত যে কি মানসিক কি শারিরীক সকল প্রকার উন্নতির উপযুক্ত উপাদান সমস্ত বাধা পাইতেছে কি না; যে প্রকার

পিতা মাতা বস্ত্র প্রদান করিয়া, খাদ্য প্রদান করিয়া এবং আশ্রয় দান করিয়া বালকের স্বাভাবিক শরীর পুষ্টির কোনরূপ বাধা দেন না, সেই প্রকার মানসিক প্রবৃত্তি সকলকেও অনুকরণ যোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া, পঠনযোগ্য পুস্তক প্রদান করিয়া, মীমাংসা জন্য প্রশ্ন করিয়া এবং কোন প্রকার বাধা প্রদান না করিয়া শিশু-মনের স্বাভাবিক উন্নতিতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করা কর্ত্তব্য। অতএব দেখা গেল স্বাভাবিক বলিয়া যে শিক্ষার কোন উপযোগিতা নাই, তাহা নহে প্রত্যুত বিশেষ উপযোগিতা আছে।

পেষ্টালজি প্রচারিত শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে যে সকল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার কোনটিই সুফল প্রসব করে নাই; এই বলিয়া লোকে তাঁহার মতকে ভ্রান্ত বলে। কিন্তু দেখা উচিত ঐ সকল স্কুল তাঁহার মতকে প্রকৃত রূপে কার্য্যকারী করিবার উপযুক্ত কি না? অস্ত্র যত উত্তমই হউক না কেন অজ্ঞ কারিকরের হস্তে তদ্দ্বারা কোন কার্য্য সম্ভব নহে। কোন মত কোন বিশেষ কার্য্য প্রকারের মধ্য দিয়া চালিত হইলে সেই প্রকারের দোষে যদি আশানুরূপ ফল প্রসব না করে তাহা হইলে মত কি ভ্রান্ত হইল? বাষ্প শকট নির্ম্মাণের প্রথম প্রথম চেষ্টা বিফল হইয়াছিল বলিয়া কি বাষ্প শক্তির অস্তিত্বে অবি-শ্বাস করা উচিত ছিল। আমরা স্বীকার করি যে যতদিন পর্য্যন্ত না মনোবিজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে উন্নত হইতেছে, ততদিন কোন প্রকার সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রণালী অসম্ভব; তথাপিও কতক-গুলি সত্যের সাহায্যে আমরা সেইদিকে অনেক পরিমাণে অগ্র-সর হইতে পারি।

১। শিক্ষা কার্য্যে সহজ সহজ হইতে ক্রমশঃ জটিল ব্যাপারে উপস্থিত হওয়া উচিত। মন যে প্রকার স্বভাবতঃ সামান্য হইতে জটিল ব্যাপারে উপস্থিত হয় ঠিক সেই প্রকার শিক্ষা হওয়া উচিত। অতএব অগ্রে সামান্য এবং অতি অল্প বিষয় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া, অবশেষে দুরূহ এবং অনেকগুলি বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

২। সকল প্রকার গঠনের ন্যায় মানসিক গঠনও অনির্দ্দিষ্ট এবং অপরিষ্কার হইতে নির্দ্দিষ্ট এবং পরিষ্কার ভাবে উপনীত হয়। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় মস্তিষ্কও কেবল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করে এবং যে পরিমাণে ইহার গঠন অসম্পূর্ণ থাকে সেই প্রকার কার্য্যও অপরিস্ফুট হয়। সেই জন্য অঙ্গচালনার এবং বাক্ স্ফূর্ত্তির প্রথম উদ্যমের ন্যায় জ্ঞান এবং চিন্তার প্রথম অবস্থা অপরিস্ফুট। শিক্ষাতেও আমাদিগের পন্থা অনুসরণ করা উচিত। শিশুকে কখনই প্রথম প্রথম পরিস্ফুট এবং সম্পূর্ণভাব শিক্ষা করিতে দেওয়া উচিত নহে। হয়ত শিক্ষক মনে করেন যে, ভাববাহী কতকগুলি কথা শিখাইতে পারিলে আপনা আপনি ভাব আসিবে; কিন্তু বালককে প্রশ্ন করিলে দেখা যায়,—হয় সে কেবল শব্দ মুখস্থ করিয়াছে, অথবা শব্দমধ্যস্থ ভাব অতি অপরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

ক্রমে যখন বহুদর্শন দ্বারা পরিস্ফুট জ্ঞানের শক্তি জন্মায়, তখনই সে কেবল স্পষ্টভাব ধারণা করিতে পারে।

৩। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা সমস্ত সমাজের শিক্ষার ন্যায় হইবে। যে পথ অবলম্বন করিয়া সমগ্র জাতি শিক্ষিত হইয়াছে সেই পথে প্রত্যেক বালকও শিক্ষিত হইবে। সমগ্র মানব সমাজ যে প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মে জ্ঞানলাভ করে

প্রত্যেক শিশুরও সেই প্রকার জ্ঞানলাভ হওয়া উচিত। অনেক মানসিক শক্তি পুরুষানুগত হয়, এই জন্য একটি জাতির একটি সমগ্রভাব পুরুষানুগত হইয়া আছে। ফরাসী শিশু বিদেশে প্রতিপালিত হইলেও ফরাসী মানব হইয়া উঠে। আবার জগতের সমস্ত জাতির মধ্যে উন্নতির পথে বাস্তবিক বিভিন্নতা নাই, সমস্ত জাতিই একপথ অবলম্বনে উঠিয়াছে। যে যে সোপান দ্বারা সমস্ত মানবজাতির উন্নতি হইতেছে, সেই সেই সোপান ভিন্ন উঠিবার আর উপায়ান্তর নাই। অতএব শিক্ষাও তদনুযায়ী হওয়া উচিত।

৪। সকল বিজ্ঞানই প্রথমে বহুদর্শন পরে নিয়মাবলীতে পরিণত হইয়াছে। এই জন্য প্রথমে শিশুকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়া পরে যুক্তি ও বিচারমার্গ প্রদর্শিত করা উচিত।

৫। বালককে যতদূর সম্ভব আপনাকে আপনি শিক্ষিত করিতে দেওয়া উচিত। বালককে যতদূর সম্ভব অল্প বিষয় অপরে বলিয়া দেওয়া উচিত এবং সমস্ত ভার তাহার হস্তে নিক্ষেপ করা উচিত। আমরা শৈশবে চতুর্দ্দিকেই বস্তু সমূহের যে ইন্দ্রিয় সাহায্য জ্ঞান লাভ করি, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক এবং কঠিন। যদি এপ্রকার দুরূহ ব্যাপার আত্ম চেষ্টায় সাধিত হয় তবে অন্য সকল চেষ্টা করিতে দেওয়া না হইবে কেন?

৬। কোন শিক্ষা-প্রণালী উপযুক্ত কি না বিচার করিতে হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করিব তাহাতে বালকের মনে আনন্দোৎপাদন করে কি না? যদিও আপাততঃ যুক্তিতে কোন বিশেষ প্রণালী উত্তম বলিয়া বোধ হয় কিন্তু যদি বালক তাহাতে বিরক্তি প্রদর্শন করে তাহা হইলে নিশ্চিত জানা উচিত যে ঐ প্রণালী উপযুক্ত নহে। ফেলেনবর্গ বলেন "অনেক দেখিয়া আমার

বিশ্বাস হইতেছে যে, বালকের আলস্য কুশিক্ষার ফল মাত্র, যদ্যপি শারীরিক ব্যাধি বশতঃ না হয়।" তাহা হইতে কেবল যে সকল বিষয় লিখিত হইল তাহার প্রকৃত ধারণার জন্য আমরা উদাহরণ দিতেছি। পেস্‌টালজি বলেন "যে সময়ে শিশু দোলনায় শুইয়া থাকে তখন হইতেই কতকগুলি শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। শয্যাস্থ শিশুর চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত দৃষ্টি যে কেহ নিরীক্ষণ করিয়াছে তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, শিক্ষা বাস্তবিক তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, আমরা ইচ্ছা করি অথবা না করি। শিশু যাহা সম্মুখে পাইতেছে, তাহাই হস্তে লইতেছে এবং লেহন করিতেছে, শব্দ শুনিলেই সেই দিকে কর্ণ দিতেছে; বিচক্ষণ দর্শক এই স্থানেই, যে শক্তি পরে কত নিগূঢ় নক্ষত্র তত্ত্ব আবিষ্কার করিবে, কত প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে, কত রাগ রাগিণী সৃষ্টি করিবে, তাহার প্রথম অঙ্কুর দেখিতে পান। যদি এইরূপে শিশু আপনা হইতে অতি শৈশবেই শিক্ষা আরম্ভ করে, তাহা হইলে আমাদের কি তাহাকে কতকগুলি শিক্ষিতব্য বিষয় দেওয়া উচিত নহে?" পূর্ব্বে যে প্রকার বলা হইয়াছে, পেষ্টালজির মত এবং কার্য্য প্রণালী পরস্পর বিরোধী। বানান্ শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন;—

"বানান্ পুস্তকে ভাষার যত প্রকার উচ্চার্য্যধ্বনি হইতে পারে সমস্তই সন্নিবেশীত হওয়া উচিত, এবং অতি শৈশবাবস্থাতেই শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। শয্যাস্থ শিশুর নিকট তাহা বলিবে এবং ইহা দ্বারা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে শিশুর মনে ঐ সকল শব্দের ধারণা জন্মিবে।"

এই মতের সহিত তাঁহার "মাতৃ পাঠ্য" নামক পুস্তকে লিখিত শিশুশিক্ষার সহিত মিলাইলে, (যে পুস্তকে তিনি শারিরীক অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের কার্য্য প্রথম শিক্ষা দিয়াছেন) স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, অতিশয় শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত এত জটিল, যে কোন প্রকার প্রকৃত উপযোগী প্রণালী নির্ব্বাচন তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। এক্ষণে মনোবিজ্ঞান এবিষয়ে কি বলে দেখা যাউক।

মিশ্রজ্ঞানের পূর্ব্বে অমিশ্রজ্ঞান হয়। অতএব শিশুর প্রথমে আলোক, উত্তাপ, কাঠিন্য ইত্যাদির অমিশ্রজ্ঞান হইয়া থাকে। নানা প্রকার অমিশ্র-আলোক-জ্ঞান না হইলে আকৃতি জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। শব্দ ও স্পর্শ সম্বন্ধেও এই রূপ। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা অনুসরণ করিয়া বিবিধ বর্ণের বিবিধ প্রকার উচ্চ-নীচ শব্দ করা উচিত। শিশু এই বিবিধত্ব কত ভালবাসে তাহার ক্ষুদ্র একটি বোতামে অনুরাগ, নূতন একটি শব্দ শুনিবামাত্র সেই দিকে কর্ণপাত করা ইত্যাদি দেখিলেই জ্ঞাত হওয়া যায়। যখন কোন প্রবৃত্তি আপনা আপনি স্ফূরিত হইতে থাকে, সেই সময়ে সেই প্রবৃত্তি যেরূপ উজ্জলরূপে ভাব ধারণে অক্ষম অন্য কোন সময়ে সেরূপ হয় না; আবার এই সময়ে অন্য কোন রূপ শিক্ষাও দেওয়া হইতে পারে না। অতএব সময়ের সদ্ব্যবহার স্বরূপ সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ শব্দাদি প্রদান দ্বারা শিশুকে কতকগুলি অমিশ্র ভাব শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাপূরণরূপ আনন্দে শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। ইন্দ্রিয় সকলের শিক্ষার ন্যায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সমস্ত এই প্রকার প্রাকৃতিক উপায় শিক্ষা দিতে হইবে। সকলেই দেখিয়াছেন, ক্রোড়স্থ শিশু একটি খেলনা পাইলেই যিনি ক্রোড়ে করিয়াছেন তাঁহার মুখের কাছে ধরে। যদি হস্ত সংঘর্ষণে কোন পদার্থ হস্তচ্যুত হঠাৎ একটি শব্দ নিঃসৃত হয়, শিশু বারং-

বার তাহা করিতে থাকে আর মাতার মুখের দিকে চায়, যেন বাক্‌শক্তি থাকিলে বলিত, "শুন কেমন শব্দ।"

একটুকু বড় হইয়া যখন কথা কহিতে শিখে, নূতন একটি দ্রব্য পাইলেই ছুটিয়া মার কাছে আসে বলে"মা, কেমন জিনিস দেখ।" আক্ষেপের বিষয় অধিকাংশ মূর্খ মাতা "আ, বিরক্ত করিও না" বলিয়া শিশুর এই স্বাভাবিক শিক্ষার বাধা দেন। আমাদের কি উচিত নহে যে, আমরা এই স্বাভাবিক শিক্ষার সহায়তা করি? শিশুর সকল কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করি? বুদ্ধিমতী মাতা এ স্থলে কি করেন? তিনি ধীরে ধীরে শিশুর মনে দৃষ্ট দ্রব্যের গুণ প্রবিষ্ট করাইতে চেষ্টা করেন। শিশু একটি বিষয় বুঝিতে পারিতেছে না, মাতা দেখিলেন শিশু বার বার চেষ্টা করিয়াও সফল প্রযত্ন হইল না, নিজে বলিয়া দিলেন। আবার একটি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে তাহার কি আনন্দ! এই প্রকার শিক্ষা গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে বিস্তৃত করিতে হইবে। যে কোন উদ্ভিজ্জবিৎ কখন কতকগুলি বালক সঙ্গে লইয়া উদ্ভিজ্জাদির অন্বেষণে কখন গিয়াছেন, তিনিই জানেন কি আগ্রহ সহকারে তাহারা প্রত্যেক লতা পুষ্পের বিবরণ জানিতে চাহে।

অনেকে হয়ত বলিবেন ঐ প্রকার করা কেবল অমূল্য সময় এবং উদ্যম বৃথা নষ্ট করা। যে সময়ে বালক ঐ সকল অনুসন্ধান করিবে, সে সময়ে হিসাবাদি শিখিলে অনেক উপকার দেখিবে। ইঁহারা অর্থই জীবনের মধ্যে কেবল সার দেখিয়াছেন। যদি মনুষ্যের অন্য কোন মহান উদ্দেশ্য থাকে, যদি মনুষ্য কেবল অর্থাগমনের যন্ত্র স্বরূপ সৃষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রকার শিক্ষার আবশ্যকতা আছে সন্দেহ

নাই। আবার ঐ প্রকার জ্ঞান ব্যতিরেকে জীবন কি? কি নিয়মে চলিতেছে? অনন্ত জগৎ কি নিয়মে বদ্ধ? এ সকল না জানিলে অর্থাগম দূরে থাকুক, স্বাস্থ্য রক্ষার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে। অতি আনন্দের বিষয় শৈশবাবস্থায় চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার আদর ক্রমেই বাড়িতেছে, কিন্তু যে প্রকার অন্যান্য বিষয়ে প্রদর্শিত হইল সে প্রকার স্বাভাবিক হইতেছে না। বালকেরা যে প্রকার বর্ণ প্রিয় তাহা দেখিলেই বোধ হয় অগ্রে বর্ণ শিক্ষা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে আকৃতি শিক্ষা দেওয়া উচিত; তাহা না হইয়া অগ্রে বিবিধ প্রকারের রেখা এবং আকৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

জ্যামিতি শাস্ত্রের মূল সত্য শিক্ষা বিষয়ে মেঃ ওয়াইজ্ বলেন—বালককে কতকগুলি সমখণ্ড বিভক্ত কিউব দেওয়া উচিত—ঐ গুলিকে সংযোগ বিয়োগ করিতে করিতে বালক গণিত এবং জ্যামিতির মূল সত্য সকল আপনা আপনি শিখিবে। এই প্রকারে ক্রমে ঐরূপ বিভক্ত গোলাকৃত কাষ্ঠ খণ্ড প্রদান করা উচিত।

জ্ঞান শিক্ষার দুইটি সাধারণ নিয়মের বিষয়ের আরও দুই একটি কথা না বলিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতে পারি না। সেই দুইটি নিয়মই অতি প্রয়োজনীয় অথচ অত্যন্ত অনাদৃত। প্রথম, শৈশবাবধি আজীবন অধিকাংশ শিক্ষা আপনার চেষ্টায় হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত শিক্ষা আনন্দদায়ক হইবে। শিক্ষা সহজ হইতে জটিল, অপরিস্ফুট হইতে উজ্জ্বল, মিশ্র হইতে শুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক যদি মনোবিজ্ঞানের মত হয়, তাহা হইলে স্বাবলম্বন এবং আনন্দ সহকারে শিক্ষা হইয়াছে কি না এই দুইটি ইহার পরীক্ষা স্বরূপ। কারণ যে পর্য্যায়ে

আমাদের মনোবৃত্তি সকল স্ফূরিত হয়, সেই প্রকার শিক্ষাক্রম নির্দ্দিষ্ট হইলে অল্পায়াসেই হইবে, অতএব কষ্টকর হইতে পারে না। স্বাভাবিক পর্য্যায়ে শিক্ষার আরও উপকার আছে। ইহা দ্বারা শিক্ষিত বিষয় কখনও স্মৃতিচ্যুত হয় না। যাহা আপনার যত্নে এবং ধারণা শক্তির বল অনুসারে শিক্ষা করা যায় তাহা মনোমধ্যে গ্রথিত হইয়া যায়। আবার এই প্রকার স্বযত্নে কতকগুলি বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিলে অপরগুলি আয়ত্ত করা সহজ হইয়া উঠে। আরও ইহা দ্বারা জীবনের প্রধান সহায় সাহস, মনোযোগ, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ সমস্ত শিক্ষা আনন্দ দায়ক হওয়া উচিত। ফল বিবেচনা করিয়াই যে আনন্দদায়ক হইবে তাহা নহে, স্বাভাবিক চেষ্টা বলিয়াই আনন্দদায়ক হইবে। আবার যে বিষয় আনন্দসহকারে শিখা যায় তাহা অন্য বিষয়াপেক্ষা অধিক শিক্ষা করা যায়। যে বিষয় আনন্দ প্রদান করে তাহাতে অধিক মনোযোগ হয়, অতএব অধিক মনে থাকে। পঠিতব্য বিষয় অতি কর্কশ, কাজেই তাহাতে মনঃসংযোগ হয় না, সুতরাং সহজে আয়ত্ত হয় না, শিক্ষক ছাড়িবার নহেন ভর্ৎসনা প্রহারাদি আরম্ভ করিলেন, জন্মের মত বালকের চরিত্রে দাগ পড়িয়া গেল। যতদিন বিদ্যালয়ে, গুরুজন ভয়ে, শিক্ষকের ভয়ে, সুখ্যাতির লোভে বালক পড়িত, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই সব সাঙ্গ হইল। কিন্তু যদি আত্মচেষ্টায় এবং আনন্দ সহকারে পড়িত তাহা হইলে চিরজীবন সেই আনন্দ লাভের আশায় বিদ্যা উপার্জ্জন করিত।

নৈতিক শিক্ষা।

আমাদিগের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী যে অভাব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা উপেক্ষিত। জীবনের কর্ত্তব্য-সাধন যাহাতে সুচারুরূপে হয় এই প্রকার শিক্ষাই প্রয়োজনীয়; এ জ্ঞান সকলেরই আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্তান পালন-রূপ অতি গুরুতর বিষয় কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। "ভদ্র-লোকের উপযুক্ত" শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে একটি জীবনের কত বৎসর যায়, বালিকারা নিমন্ত্রণ সভায় বাহবা লইবার জন্য কত বৎসর শিক্ষিত হয় কিন্তু সন্তান পালন কিরূপে করিতে হইবে কিছুই শিখে না। এই গুরুতর শিক্ষা সকল শিক্ষার শেষ হওয়া উচিত। যে প্রকার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি শরীরের সম্পূর্ণতার পরিচায়ক, সেইপ্রকার সন্তান পালনশক্তি মানসিক সম্পূর্ণতার পরিচায়ক।

এই শিক্ষার অভাবে শিশুপালন বিশেষতঃ শিশুর নৈতিক জীবন সংরক্ষণ অতি অপকৃষ্ট। পিতা মাতা এ বিষয়ে কোন চিন্তা হয়ত করেন না অথবা করিলেও অতিশয় অসংলগ্ন এবং ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রায় সকল পিতা মাতা এবং বিশে-ষতঃ মাতা যখন যে প্রকার ভাব মনে উদয় হয় সেই উপায় অব-লম্বন করেন। যদ্যপি কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে হয়ত আপনার জীবনের যাহা কিছু মনে থাকে তাহা হইতে, কিম্বা কিম্বদন্তীর ন্যায় প্রাচীন শিক্ষা হইতে, অথবা অজ্ঞ ধাত্রীর নিকট হইতে গৃহীত হয়। শিশুর নৈতিক শিক্ষার ক্ষণে ক্ষণে এই প্রকার মত পরিবর্ত্তন বিষয় রিক্টার বলেন;—

যদ্যপি কতকগুলি পিতার সন্তানের নীতিশিক্ষা বিষয়ক প্রতিমূহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল গুপ্তচিন্তা লিপিবদ্ধ হইত, সকলগুলিই বোধ হয় এই প্রকার হইত;—প্রথম ঘণ্টায় "হয় আমি নয় শিক্ষক শিশুর নিকট শুদ্ধ নীতি পড়িবে;" দ্বিতীয় ঘণ্টায় তাহা পরিবর্ত্তন হইয়া "না, ব্যবহার মিশ্রিত নীতিশিক্ষা দিব যাহা আপনার কাজে লাগিবে;" তৃতীয় ঘণ্টায় "না, পড়ান কিছু নয়; শুদ্ধ আমার চরিত্র দেখাইব;" চতুর্থে "তাহাও নয়, পুত্র যাহাতে ধনী এবং সম্ভ্রান্ত হয় সেই শিক্ষাই ভাল।" এই প্রকারে দ্বাদশ ঘণ্টায় দ্বাদশ প্রকার মত পরিবর্ত্তন করিয়া শেষ একটিও কার্য্যকর হয় না। আবার মা, তাঁহার ত কথাই নাই। এক থিয়েটরে একবার একটি ভাঁড় দুই বগলে দুই তাড়া কাগজ লইয়া উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা করা হইল দক্ষিণ বগলে কি? উত্তর "হুকুম।" বামে? "বিপরীত হুকুম।' এই ভাঁড় মাতার মন ধৈর্য্যের তুলনায় অনেক উত্তম, বরং মাতা ব্রাইয়ারিউস্ নামক শতহস্ত বিশিষ্ট এবং প্রত্যেক হস্তে এক এক তাড়া কাগজ বিশিষ্ট রাক্ষসের সহিত তুলিত হইবার উপযুক্ত।

আমরা লর্ড পামারষ্টোণ প্রচারিত "সকল শিশুই নির্দ্দোষ স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে" এই মতে বিশ্বাস করি না, বরং ইহার বিপরীত মত অনেক পরিমাণে সত্যের নিকটবর্ত্তী ইহা আমাদিগের বিশ্বাস; আমরা অনেকে যে প্রকার বলেন যত্ন এবং সুশিক্ষা দ্বারা সকল শিশুই ইচ্ছামত উত্তম হইতে পারে তাহাও বিশ্বাস করি না; অপরদিকে আমরা বিশ্বাস করি যে, যদিও স্বাভাবিক দোষ শিক্ষার দ্বারা কখনও নির্ম্মূল হইতে পারে না, তথাপি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। তথাপিও যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অতিরিক্ত আশা অতি যত্নের সহিত পোষণ করেন তাঁহাদের

সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে। বলবতী আশা অত্যন্ত গোঁড়ামিতে পরিণত হইলেও অনেক কার্য্য করে, অনেক সময়ে ইহা আবশ্যকও হও। স্পষ্টই বোধ হইতেছে উৎসাহী রাজনৈতিক যদ্যপি যে সংস্কার তিনি চাহেন সেইটিই একমাত্র আবশ্যক বিবেচনা না করিতেন তাহা হইলে অত অনুরাগের সহিত চেষ্টা আর করিতেন না। বিন্দুমাত্র সুরাপান বিরোধী যদি সুরা সকল সামাজিক অনিষ্টের মূল বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন তাহা হইলে অত উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতে পারিতেন না। এই জন্যই যাঁহারা শিক্ষাই একমাত্র হিত সাধনের উপায় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের অটল বিশ্বাস জগৎব্যাপ্ত কারুণিক নিয়মের কার্য্য।

শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য শিশুকে যে কোন আদর্শের অনুযায়ী করা যাইতে পারে, যদি এই মত সত্য হইত তাহা হইলেও সেই প্রকার সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রণালী সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকারী হইবার আশা করা সুদূরপরাহত। লোকে কেবল বালকের দোষ দেখে শিক্ষকের দেখে না। কি সামাজিক শাসন প্রণালী কি পারিবারিক শাসন প্রণালী উভয়েয় মধ্যেই একটি অতি ভয়ানক কুসংস্কার দেখা যায়, সে দোষটি এই যে, শাসিতদিগেরই যত দোষ, শাসনকর্ত্তারা নির্দ্দোষ। যে সকল লোকের সহিত আমাদিগকে সমাজে ব্যবহার করিতে হয়, প্রত্যহ যে সকল কুৎসা কর্ণগোচর হয়, কেবল বিবাদ বিসম্বাদ, পুলিষ রিপোর্ট, এবং ইনসলভেণ্ট খবর দেখিয়া, অধিকাংশ নরনারীই যে স্বার্থপর, নীতিজ্ঞান রহিত এবং পাশব প্রকৃতিবিশিষ্ট তাহা জানিতে পারি। অথচ ইহারাই শিশু পালন করে এবং সমস্ত দোষ শিশুদিগের স্কন্ধে দেওয়া হয়। শিশু স্তনপান করিবে না মাতা

তাহাকে প্রহার করিলেন; সন্তান অনবধান বশতঃ জানালায় অঙ্গুলি চিম্‌টাইয়া ফেলিয়াছে পিতা ক্রন্দন শুনিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন! এই প্রকার অসহিষ্ণু যুক্ত পিতামাতা হইতে কি আশা করা যাইতে পারে?

স্বীকার করি এই সকল ঘটনা অত্যন্ত অধিক ঘটে না কিন্তু এসকল সাধারণভাবের অতিভাব মাত্র। গৃহে গৃহে পিতা মাতা সন্তানের ক্রীড়াদিতে আপনাদের অসুবিধা বোধ করিলে, ক্রুদ্ধ হইয়া অবোধ শিশুর উপর বিবিধ প্রকারে ক্রোধ প্রকাশ করেন। বালক স্থির হইয়া বসিতে পারে না, দৌড়াদৌড়ি করিলে পিতা মাতার অসুবিধা বোধ হয়, অতএব তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বসাইয়া রাখা হয়। এ সকল কি শিশুর সহিত সহানুভূতির ভয়ানক অভাব প্রকাশ করে না? নৈতিক শিক্ষায় যে সকল বাধা আছে পিতা মাতা এবং সন্তান উভয়ের দোষই তাহার কারণ। পৈত্রিক দোষগুণ যদি সন্তান প্রাপ্ত হয়, এবং ইহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই স্বীকার করেন, তাহা হইলে সন্তানের দোষ কেবল মুকুরের ন্যায় জনক জননীর দোষ প্রকাশ করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে পিতা মাতার দ্বারা কোন শিক্ষা-প্রণালীই সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে না। যদ্যপি যে সকল বাধা দেখান হইল না থাকিত তাহা হইলেও আশানুরূপ প্রণালী হইত না। মনে করুন এই প্রকার শিক্ষায় একটি সম্পূর্ণ মনুষ্য প্রস্তুত হইল তাহা হইলে তাহার জীবন সুখের না হইয়া কণ্টকময় হইবে,—কারণ সমস্ত সমাজকে উঠাইতে না পারিলে আর সমাজের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় না।

যখন একটি শিশু কোন কঠিন দ্রব্যে মস্তক আহত করে অথবা পড়িয়া যায়, তখন সে যে কষ্ট অনুভব করে তাহা কখন

আর বিস্মৃত হয় না। এই সরল সামান্য ব্যাপারের মধ্যে প্রকৃতি আমাদিগকে নীতিশিক্ষা দেয়। আপাততঃ যদিও বোধ হইবে যে, প্রচলিত নীতিশিক্ষা ঐ প্রকারে হইয়া থাকে কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে প্রকাশ হইবে যে তাহা নহে। প্রথমতঃ কুব্যবহারের নৈসর্গিক প্রতিফল কি এ বিষয়ে দেখা যাউক। এ স্থলে শারীরিক কষ্ট এবং পীড়াদিরূপ তাহার প্রাকৃতিক প্রতিফল অতি সহজ দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়তঃ শারিরীক কোন অপকার করিলে আমরা যে শাস্তি পাই তাহার বিষয়ত্ব এই যে তাহারা আমাদের কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, অথচ তাহারাই আবার আমাদিগকে ভবিষ্যতে সাবধান করিয়া দিয়া অতি মহৎ উপকার সাধন করে। তৃতীয়তঃ বিবেচ্য যে এই সকল ফলাফল কখনও কার্য্যের পরিমাণের অতীত হয় না, অল্প আঘাতে অল্প কষ্ট হয়, অধিক আঘাতে তীব্র যাতনা হয়। শেষে বিবেচনা করা উচিত যে এই প্রতিঘাত হইবেই হইবে। কোন প্রকার স্তব স্তুতি ইহাকে বন্ধ করিতে পারে না। বালক যদি হস্তে সূচী ফুটাইয়া দেয় প্রকৃতি ভৎ´সনা করে না, কিন্তু অপ্রতিহত-প্রভাবে ফল দেয় ও তৎক্ষণাৎ যাতনা উপস্থিত করে। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে কেবল শৈশবেই হয় তাহা নহে, আজীবন ইহার বিরাম নাই। ধনী যদি অর্থের অপব্যয় করে অল্পদিনে দরিদ্র হয়, যেমন কর্ম্ম সেইরূপ ফল পায়। ব্যবসায়ী অধিক দরে দ্রব্য বিক্রয়ের চেষ্টা পাইলে ক্রেতা কমিয়া যায় সুতরাং লোকসান হয়। অলস সময় নষ্ট করার নিমিত্ত দারিদ্র্য প্রভৃতি অনেক দুঃখে পতিত হয়; এই প্রকারে দেখা গেল কি শৈশবে, কি বয়ঃপ্রাপ্তে এই এক প্রকার শিক্ষাই চলিতে থাকে, অতএব যৌবনেও ইহা উপযুক্ত। যাহা শৈশবে প্রয়োজন, যাহা প্রৌঢ়ে উপযুক্ত, তাহা কি

যৌবনে অনাবশ্যক হইবে? অতএব এই প্রাকৃতিক নীতিশিক্ষা যৌবনেও হওয়া উচিত, প্রত্যেক জনক জননীর দেখা উচিত যে তাঁহাদের সন্তান তাহার আচরণের যথোপযুক্ত ফল পায়। ক্ষমা করিবে না, ক্রুদ্ধ হইয়া অধিক শাস্তি দিবে না, অস্বাভাবিক উপায়ে শাস্তি দিবে না, অথচ ধীর ভাবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার দোষের প্রতিফল দিবে। এ স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, এই প্রকারইত হইয়া থাকে, সকল পিতা মাতাই দোষ করিলে বালককে শাস্তি দেন। স্বীকার করি যে, যদি বালক এ প্রকার উচ্ছৃঙ্খল হয় যে, প্রহার না করিলে তাহাকে বশে আনা যায় না (যে প্রকার অসভ্য সমাজ ভিন্ন অতি অল্প স্থলেই দৃষ্ট হয়) সে স্থলে অবশ্যই প্রহারাদি দ্বারা বালককে সেই অসভ্য সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা হইলেও প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক উপায়ে শিক্ষার অনেক প্রভেদ আছে। বালক যে দোষ করিবে দণ্ড সেই দোষরূপ ক্রিয়ার ঠিক প্রতিক্রিয়া হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দিলে অনেক সহজ হইতে পারে।

মনে করুন বালক খেলা করিবার সময় খেলানার বাক্স পাড়ে এবং খেলা সাঙ্গ হইলে সেগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে। এস্থলে মাতা কি করিবেন? অনেক মাতা হয় ত বালককে ভর্ৎসনা করিবেন। কিন্তু তাহা ঠিক প্রাকৃতিক প্রতি-ক্রিয়া নহে। দৃঢ় ভাবে বালককে ঐ সকল খেলনা যথাস্থানে রাখিতে বলা উচিত। যে ফেলিবে সেই তুলিবে, যে অপরিষ্কার করিবে সেই পরিষ্কার করিবে। যদি বালক অবাধ্য হয় সে সময়ে কিছু বলা উচিত নহে, মাতা অথবা দাসী সেগুলি কুড়া-ইয়া রাখিবেন, এবং অপর যে সময়ে বালকের খেলিবার অত্যন্ত

ইচ্ছা হইলে খেলিতে চাহিবে সেই সময়ে বলা উচিত "তোমাকে খেলনা দেওয়া যাইতে পারে না তুমি খেলিয়া এখনই ছড়াইয়া রাখিবে।"

মনে করুন আপনার সকল ছেলেগুলি দাসীর সঙ্গে একটু বেড়াইতে যায়, কিন্তু আপনার মধ্যমা কন্যার জন্য সকলেরই একটু আধটু বাহির হইতে দেরি হয়। তাহার আর কাপড় পরা হয় না, সকলের কাপড় পরা হইলে সে পরিতে আরম্ভ করে কাজেই দেরি হয়। এ স্থলে তাহাকে কিছু না বলিয়া, তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যাওয়া উচিত,তাহা হইলে সে বুঝিবে যে, আমার দেরি হয় বলিয়া, বেড়াইবার আনন্দ বন্ধ হইল,—আর সে দেরি করিবে না। ইহাই ঠিক প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া।

এই প্রকার ব্যবহার দ্বারা শিশুকে যে শুদ্ধ নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা নহে, ইহা দ্বারা আরও উপকার আছে এইরূপ প্রত্যেক কার্য্য এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখিয়া শিশুর মনে কার্য্য-কারণের একটি বিশেষ ধারণা হয়। এই ধারণা তাহাকে ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক সাহায্য করে। যে স্থলে এই স্বাভাবিক উপায়ের পরিবর্ত্তে প্রহার করা হয় সে স্থলে বালক দুষ্কর্ম্ম এবং অবশ্যম্ভাবী ফলের ধারণা না করিয়া দুষ্কর্ম্মের সহিত প্রহারকারী শিক্ষক অথবা পিতা মাতার যোজনা করিয়া রাখে এবং তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে যথাসাধ্য দৌরাত্ম্য করিবার চেষ্টা পায়। এই ব্যবহারের দোষে আমাদের যুবকগণ স্কুল হইতে বহির্গত হইয়া এরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে যে, তাহারা যদি সমাজের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে শাসিত না হইত, তাহা হইলে সমাজের কণ্টক স্বরূপ হইয়া উঠিত।

ইহা দ্বারা শিশুর ন্যায়ের ধারণা অতি উজ্জ্বল হয়। মনে

করুন বালক বেড়া ডিঙ্গাইতে গিয়া শরীর কর্দ্দমাক্ত এবং বস্ত্র ছিন্ন করিয়াছে। যদি গৃহে তাহাকে প্রহার করা যায়, তাহা হইলে তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রতি বিরাগ না হইয়া, তাহার প্রতি অতি মন্দ ব্যবহার হইয়াছে এই কথা মনে করে। তাহা না করিয়া যদি তাহাকে কর্দ্দম পরিষ্কার করিতে ও যথাসাধ্য বস্ত্র সেলাই করিতে আদেশ করা হয়, সে আপন দোষের উপযুক্ত শাস্তি হই-য়াছে মনে করিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের শাসনের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহা দ্বারা পিতা মাতা এবং সন্তান সকলেরই শান্তি অনেক অল্প পরিমাণে চ্যুত হয়। যদি তাহা না করিয়া শিক্ষক কুকার্য্যের ফল-স্বরূপ যথোপযুক্ত শাস্তি না দিয়া অপর আর একটী কষ্ট উপ-স্থিত করেন তাহা হইলে ভাল না হইয়া বরং মন্দ হয়।

শেষ দ্রষ্টব্য যে ইহা দ্বারা পিতা মাতা এবং সন্তানের সম্বন্ধ গাঢ়তর হইয়া উঠে। যে কোন কারণ বশতঃ হউক অথবা যে কোন ব্যক্তির প্রতি হউক ক্রোধ সর্ব্বদাই অপকারক। বিশেষতঃ পিতা এবং সন্তানের পরস্পরের ক্রোধ অতি অমঙ্গল জনক। বারম্বার ব্যক্তি বিশেষ হইতে অরুচিকর ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে, তাহার প্রতি একপ্রকার শত্রুভাব হইয়া উঠে। অতএব যদি পিতা পুত্রের বৈরভাব নৈতিক উন্নতির শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে সকল পিতা মাতারই বিশেষ সাবধানের সহিত সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সকল প্রকার কলহাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বালক অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিলে কি করিব? বালক পরস্বাপহরণ করিলে কি করিব? মিথ্যা কহিলে অথবা ছোট ভাই ভগিনীকে প্রহার করিলে কি করিব?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা একটী উদাহরণ দিব। একটি বন্ধু তাঁহার ভগিনীপতির বাটিতে থাকিতেন এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার ভাগিনেয় এবং ভাগিনেয়ীগুলির পালনের ভার লইয়াছিলেন। শিশুগুলি তাঁহার সঙ্গে বেড়াইত, তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত সযত্নে লতা পুষ্পাদি আনিত এবং তাঁহার কাছে থাকিতে অতি আনন্দ বোধ করিত। তিনি কখনও তাহাদিগকে ভৎর্সনা অথবা প্রহার করেন নাই। একটি ভাগিনেয়ের বিষয়ে তিনি বলেন যে, একদা সন্ধ্যাকালে তিনি ঐ বালককে কোন একটী দ্রব্য আনিতে আদেশ করেন। বালক সেই সময়ে ক্রীড়ায় অতিশয় ব্যস্ত থাকায় সে কথা গ্রাহ্য করিল না। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বয়ং সেই দ্রব্য আনয়ন করিলেন অথচ অতিশয় বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বালক তাঁহার সহিত যে প্রকার প্রত্যহ খেলা করিত সেই প্রকার খেলিতে আসিল, তিনি গম্ভীর ভাবে ক্রীড়ায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাহা হইতে বিরত হইলেন। পরদিবস প্রাতে তাঁহার শয্যা হইতে উঠিবার সময় দ্বারদেশে একটি নূতন কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন এবং পরক্ষণেই তাঁহার ভাগিনেয় স্বয়ং মুখ প্রক্ষালনের উষ্ণজল লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বালক গৃহের চতুর্দ্দিকে যাইয়া "আপনার জুতা চাহি" বলিয়া জুতা আনিয়া দিল। ঐ ভদ্রলোক এক্ষণে স্বয়ং কতকগুলি শিশুর পিতা। তিনি গৃহে আসিয়া যদি শুনেন যে, তাঁহার কোন সন্তান কুব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে সে দিন আর আদর করেন না, তাহাতেই বালক কত রোদন করে। একদিন গৃহে আসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মাতার অনুপস্থিতিকালে একটি ক্ষুর লইয়া তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীর চুল কাটিয়া দিয়াছে এবং

আপনার হস্তে আঘাত লাগাইয়াছে। তিনি কিছু না ক
কেবল সেই দিন এবং পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার সহি ।
আর কথা কহিলেন না। ইহাতেই বালক সে প্রকার দোষ
হইতে একেবারে বিরত হইল।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আরও একটি বিষয়
আমরা উল্লেখ করিব।

মনে করুন সন্তান দৌরাত্ম্য করিতেছে। মাতা প্রহার করেন
আর বলেন "তুমি ছেলে মানুষ বুঝিতে পার না তোমার মঙ্গলের
জন্য প্রহার করিতেছি।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বালক কি এই
প্রবোধ বাক্যে বিশ্বাস করে অথবা মাতার ব্যবহার হইতে তাঁহার
ইচ্ছার ধারণা করে? আবার মনে করুন স্বাভাবিক কৌতুহলের
বশবর্ত্তী হইয়া বালক অগ্নিতে কাগজ খণ্ড নিক্ষেপ করিতেছে।
মা দেখিলেন তিনি বলপূর্ব্বক নিষেধ করিলে হয় ত তাঁহার
অনুপস্থিতিতে বালক ঐ প্রকার করিবে। তিনি শুদ্ধ বলিলেন
"তোমার হাত পুড়িবে।" বালক শুনিল না কাগজ নিক্ষেপ
করিতে লাগিল, হাতে একটু উত্তাপ লাগিল। এই প্রকারে
সেও একটু শিক্ষা পাইল, অথচ মাতার অবর্ত্তমানে ঐ প্রকার
করিলে হয় ত বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদিত হইত। স্বীকার করি যে,
যে সকল ব্যবহারে শারীরিক বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা, সে সকল
ছলবলপূর্ব্বক নিষেধ করা উচিত। মনে করুন বালক চুরী
করিল। ইহার স্বাভাবিক প্রতিকার কি? প্রথমতঃ চৌর্য্যদ্রব্য
অথবা তাহার সমমূল্য দ্রব্য প্রত্যর্পণ। দ্বিতীয়তঃ পিতামাতার
অত্যন্ত বিরাগোৎপাদন। মনুষ্যের স্বভাবই এই যে আমরা
যাহাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে আবদ্ধ, তাহাদের বিরাগ
অজ্ঞাতের অপেক্ষা অধিক কষ্টকর বলিয়া গ্রহণ করি, এই জন্যই

যে পিতামাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি তাহাদের বিরাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টকর। সার কথা এই যে, বর্ব্বর ব্যবহার বর্ব্বর মনুষ্য উৎপাদন করে এবং শান্ত ব্যবহার শান্ত মনুষ্য উৎপাদন করে।

পূর্ব্বোক্ত মত সকল হইতে কতকগুলি নিয়ম নিষ্কাষিত করিয়া আমরা প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

মনে করিওনা যে, সকল বালক শুদ্ধপ্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক সভ্যশিশু বাল্যকালে প্রাচীন অসভ্য পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বভাব প্রদর্শন করে। যে প্রকার তাহার ক্ষুদ্র নাসিকা, বৃহৎ ওষ্ঠ ও দূরসংস্থাপিত চক্ষু কিছুদিনের জন্য অসভ্যদিগের ন্যায় দেখায়, সেই প্রকার তাহার বুদ্ধিবৃত্তিও কিছুদিনের জন্য অসভ্যদিগের মত হয়। অতি শৈশবাবস্থাতেই ক্রমাগত নীতিশিক্ষা দিও না। যে প্রকার জ্ঞানার্জ্জনে, সেই প্রকার নীতিশিক্ষারও অকালপক্কতা অনেক দোষের মূল। অনেক লোকের বাল্যজীবন অতি মৃদু হইলেও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুনীতির রঙ্গভূমি হইয়া উঠে।

প্রত্যেক দোষের স্বাভাবিক প্রতিফল বালককে প্রদান করিয়া তোমার স্বভাব অনেক পরিমাণে অবিক্ষুব্ধ থাকিবে। আজ্ঞাপ্রদান যত অল্প পার করিবে। অনেক স্থলেই আপনার আধিপত্য জানাইবার জন্য আজ্ঞা করা হয় এবং অমান্য হইলে আপনার মান হানি হইল বলিয়া ক্রুদ্ধ হওয়া হয়। স্মরণ রাখিও যে তোমার উদ্দেশ্য একটি আত্মশাসনক্ষম মনুষ্য চরিত্র গঠন করা; অপরের দ্বারা গঠিত হইবে এরূপ চরিত্র গঠন করা উদ্দেশ্য নহে, যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে স্বাবলম্বন করিতে দিবে।

যতদূর সম্ভব মৃদু ব্যবহার করিবে। যে প্রকার উপায়ে

শিক্ষা নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে অনেক পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং দূরদর্শিতার আবশ্যক। তাহা হইলেও প্রৌঢ়জীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অথচ অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে কাহারও অনুৎসাহী হওয়া উচিত নহে। অধিক পরিশ্রম আবশ্যক হইলেও ইহা দ্বারা আশু এবং ভাবী সুখ বহুপরিমাণে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শারীরিক শিক্ষা।

কি ধনীর গৃহে কি কৃষকের সামান্য আবাসে সকল স্থানেই আহারের পর প্রায় পশুপালন বিষয়ক কথাবার্ত্তা উপস্থিত হয়। কৃষকেরা পরস্পরের গবাদি পশুর উৎকর্ষতা প্রতিপাদনার্থ এবং তাহার বিশেষ-পালন-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কত তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় সন্তান সন্ততির শরীর কি উপায়ে সমধিক পুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং দৃঢ় হইবে এ বিষয়ে কাহাকেও মনোযোগী দেখা যায় না। অনেকে আপনার অশ্বকে আহারের পর পরিশ্রম করাইতে সম্মত নহেন, কিন্তু বালকেরা আহারের পরই পাঠে মন দিবে সে বিষয়ে কত অনুরাগী! সন্তানদের আহারাদির বন্দোবস্ত সমস্ত স্ত্রীলোকদিগের হস্তে নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং তাঁহাদের ভাবে বোধ হয় যে, ঐ সকল বিষয় তত্ত্বধান করা তাঁহারা পুরুষকার বিরুদ্ধ কার্য্য মনে করেন।

একজন চতুর লেখক বলেন, জীবনের প্রথম কার্য্য একটি সুগঠিত প্রাণী নির্ম্মাণ এবং সমগ্রজাতি ঐ প্রকার হওয়া জাতীয় জীবনের প্রথম কার্য্য।

কেবল যে যুদ্ধের সময় শারীরিক বলের আবশ্যক হয় তাহা নহে, ব্যবসায়েও ঐ প্রকার। ইংরাজ জাতি এই দুই বিষয়ে আজিও কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু ইহা ছাড়াও বলের আরও প্রয়োজন আছে। প্রতিদিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ যে প্রকার কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রবল তরঙ্গের ন্যায়

ক্রমবর্দ্ধমান সংসারের বিবিধ সঙ্কটের সহিত যুদ্ধ করিতে বলের আবশ্যক দিন দিন বাড়িতেছে।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রকাশিত সত্য সকলের সহিত শিশুদিগের আহারাদির ঐকমত্য সংস্থাপন করাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের যে মহান্ সাহায্য গোমেষাদি পশুরা প্রাপ্ত হইতেছে, আমাদের সন্তান সন্ততি কি সে সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে? প্রাণী-বিজ্ঞান শাস্ত্র এখনও অতি অসম্পূর্ণ হইলেও এ সত্য আমরা জানি যে, জীবনী-শক্তির সাধারণ নিয়মাবলী মনুষ্য এবং নিম্ন শ্রেণীর জীব উভয়ের পক্ষেই সমান।

যে প্রকার এক ভাবের পর আর এক ভাব, এক অবস্থার পর ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা লোক সমাজে উপস্থিত হয়, যে প্রকার প্রজাদিগের স্বেচ্ছাচারের পর রাজ্যে রাজার স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত হয়, যে প্রকার উন্নতির পর সমাজ আবার প্রাচীন প্রথার দিকে গমন করে, যে প্রকার ভোগ প্রধান অবস্থার পর সন্ন্যাস প্রধান অবস্থা আগমন করে, যে নিয়মে বণিক্ সমাজে কখন অত্যন্ত ধনাগম এবং তাহার পর ক্ষতি উপস্থিত হয়, সেই নিয়মে আমাদের সামাজিক আহার প্রণালী, অত্যন্ত ভোগ সুখেচ্ছা প্রধান অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত মৃদু অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, এবং সর্ব্বমাদক্ বিরোধী ও নিরামিস ভোজনরূপ বিপরীত ভ্রমে পরিণত হইতেছে। এই জন্য সন্তানকে যত দূর পারা যায় খাওইতে পারিলেই হইল রূপ প্রাচীন বিশ্বাসের হ্রাস হইতেছে, এবং আবশ্যকতাপেক্ষাও অল্প আহার রূপ বিপরীত ভ্রম দেখা দিতেছে।

অতি ভোজন এবং অত্যল্প ভোজন উভয়ই দোষাবহ। ইহাদের মধ্যে বরং অতি ভোজন অপকারক নহে, কিন্তু অত্যল্প

ভোজন অপকারক। বালক অপেক্ষা বয়স্কেরা অধিক পরিমাণে অতি ভোজন রূপ অত্যাচার করে। তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে বালকদিগকে কি তাহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই আহার করিতে দেওয়া যাইবে? ইহার এক মাত্র উত্তর আছে। যদি ক্ষুধার অনুসরণ করা প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, যদি সমস্ত ইতর প্রাণী এবং অধিকাংশ অসভ্য জাতির পক্ষে শুদ্ধ ক্ষুধাই এক মাত্র আহার বিষয়ে নেতা হয়, তাহা হইলে মানবেরও তাহাই হইবে।

এ উত্তর বোধ হয় অনেকের পক্ষে প্রবল বোধ হইবে না; কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, ক্ষুধার অনুসরণ করিয়া তাঁহারা অনেকবার যে অতি ভোজন করিয়াছেন তাহার কারণ তাঁহাদের তৎপূর্ব্বগামী অল্পভোজন মাত্র। যে প্রকার দীর্ঘকাল দমিত ইন্দ্রিয় সকল অনিবার্য্য চঞ্চলতা প্রকাশ করে, যে নিয়মে যৌবনে কঠোর ইন্দ্রিয় নির্য্যাতন শাসিত ব্যক্তি প্রৌঢ়ে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করে, যে প্রকার অনেক সময়ে মঠস্থ সন্ন্যাসিনীরা অত্যন্ত কঠোর তপস্বিনী ব্রতের পর নরকের দুর্বৃত্ততা প্রদর্শন করে, তাঁহাদের অতিভোজনও ঠিক সেই প্রকার।

শিশুদিগের সাধারণ আহারেচ্ছা পরীক্ষা করুন, দেখিবেন যে সকল শিশুই মিষ্টান্নপ্রিয়। অনেকে মনে করিবেন যে, কেবল আস্বাদ সুখের জন্যই তাহারা মিষ্টান্ন ভালবাসে, কিন্তু বৈজ্ঞানীক প্রাকৃতিক নিয়মের অক্ষত উপযোগিতা এবং কারুণিকতা দেখিয়া অনুসন্ধানের দ্বারা জ্ঞাত হন যে শিশুরা দেহের তাপ রক্ষা করিবার জন্যই ঐ প্রকার মিষ্টান্ন ভোজন করে। আবার বালকেরা অত্যন্ত ফলপ্রিয়,—বিশেষতঃ অল্প অম্লরসযুক্ত ফল। এ স্থলে দেখিবেন যে ফলজঅম্ল অত্যন্ত উপকারক এবং পরিপাকের সময় ব্যবহৃত হইলে অনেক সময়ে অত্যন্ত উপকার

করে। এই জন্য অনেক দেশে শিশুদিগকে অনেক ফল দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তাহা হয় না। সেই দুগ্ধ এবং রুটি মাখন প্রত্যহ চলিবে। ইহার কি ফল হয়? যখন পর্ব্ব দিনে বালকেরা হস্তে পয়সা পায়, তখন পূর্ব্ব নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনেক ফলমূল ভক্ষণ করিয়া পীড়া উপস্থিত করে। ডাক্তার কোম্ব বলেন "যদি প্রত্যহ আহারের সঙ্গে ফল খাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে বালকদিগের ঐ প্রকার সাময়িক অতি-ভোজনেচ্ছা হইবে না।" শিশুর ক্ষুধা শান্তি হইল কি না সে ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে না, অতএব তাহার ক্ষুধার উপর বিশ্বাস করিতে হইবে।

খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিকারকতা দেখিতে গেলে ঐ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের মত যে শিশুর শরীরে আমিষ খাদ্যের প্রয়োজন নাই। অতি শৈশবাবস্থায় মাংসের অনেকাংশ কষ্টে জীর্ণ হয় সত্য বটে, কিন্তু ৩। ৪ বৎসরের শিশুর পক্ষে যে তাহা অপ্রয়োজনীয় একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমরা দুইজন চিকিৎসক এবং কয়েকজন বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববেত্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাঁহারা সকলেই বলেন যে বালকের খাদ্য বরং বয়ঃ-প্রাপ্তের অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর হওয়া উচিত।

পূর্ণ বয়স্ক মনুষ্য এবং বালক উভয়ের জীবনী-শক্তির কার্য্য তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে এই সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য। মনুষ্যের খাদ্যের আবশ্যক কি? প্রতিদিন নানাপ্রকার কার্য্যে শরীর ক্ষয় হইতেছে এবং এই ক্ষতি পূরণের আবশ্যক। প্রতি-দিন শারীরিক তাপ বিকীর্ণ হইতেছে, এবং এই তাপ পূরণের জন্য কতকগুলি দ্রব্যের আবশ্যক। অতএব দৈনিক ক্ষয় এবং তাপ বিকীরণ পূরণের জন্য খাদ্য আবশ্যক। বালক অত্যন্ত পরিশ্রম

করে সেই জন্য শরীর তুলনায় তাহার প্রায় বয়স্কের ন্যায় ক্ষয় হয়। আবার শরীর তুলনায় তাহার তাপ ক্ষয় অধিক। এই সকল কারণে তাহার ক্ষয় অধিক অতএব পূরণার্থে অধিক আহার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত তাহার আবার শরীরের বর্দ্ধন আবশ্যক। ক্ষয় এবং তাপ রক্ষা করিয়া যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে তাহার শরীর বর্দ্ধিত হইবে, অতএব তাহার পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। ইহার পর দেখা উচিত যে, আমরা কি শিশুকে পরিমাণে অধিক অথচ পুষ্টিকারতা অল্প অথবা অল্পায়তন অথচ অধিক তেজস্কর এ প্রকার খাদ্য দিব? ইহার উত্তর অতি সহজ। খাদ্য পাক পাকস্থলীর শক্তি ক্ষয় যত অল্প হইবে, ততই অবশিষ্ট শক্তি অন্য কার্য্যে লাগিবে। শাকসবজির ন্যায় খাদ্য অনেক না খাইলে কার্য্য হয় না এবং তাহা পরিপাকে অনেক সময় লাগে অতএব শক্তি ক্ষয় অধিক হয়, কিন্তু মাংসাদি অল্পায়তনে অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য ধারণ করে এইজন্য অল্প সময়ে পরিপাক হয়, সুতরাং ইহাতে অল্পশক্তি ক্ষয় হয়। সত্য বটে কেবল নিরামিষ খাওয়াইলেও শিশু শরীর বর্দ্ধিত হয়। শ্রমজীবিদিগের সন্তানেরা অত্যল্পই মাংস ভক্ষণ করে অথচ তাহারা হৃষ্টপুষ্ট হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে না যে, যদিও বাল্যকালে হৃষ্টপুষ্ট থাকে তথাপিও পরে তাহার শরীর বর্দ্ধনের ক্ষতি হইবে না। ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্সের ভদ্রলোকদিগের সহিত নিম্নশ্রেণীর লোকের তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে নিরামিষাসীরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইলেই যে শক্তি থাকে তাহা নহে। আবার আয়তন ছাড়িয়া যদি তেজের তুলনা করি, দেখিতে পাই নিরামিষাসী অপেক্ষা মাংসাসী শিশু কি শারীরিক কি মানসিক সকল

বিষয়েই উন্নত। পশুদিগের মধ্যে গোমেষাদি এবং সিংহ ব্যাঘ্রাদির তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে নিরামিষাসীর অপেক্ষা মাংসাসী কতদূর শক্তিসম্পন্ন! মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্যুস্‌মান অষ্ট্রেলীয়া প্রভৃতি নিরমিষাসী অসভ্যেরা দুর্ব্বল এবং খর্ব্বাকৃত, অন্যদিকে প্যাটাগোনিয়ান কাফ্রি প্রভৃতি মাংসাসী অসভ্যেরা কেমন সুগঠিত কেমন দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ঠ। অপেক্ষাকৃত অপুষ্টিকর খাদ্যসেবী হিন্দু অপেক্ষা মাংসাসী ইংরাজ মানসিক এবং শারীরিক বলে কত বলীয়ান; এবং আবহমান কালই পুষ্টিকর খাদ্য প্রতিপালিত জাতিরাই যে চিরকাল তেজস্বী এবং প্রধান হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে জগতের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে।

একটি ঘোড়া ঘাস খাইলে হৃষ্টপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যপালিত ঘোটকের ন্যায় কার্য্যক্ষম হইতে পারে না। মাংসাসী ইংরাজ শ্রমজীবিরা অন্যান্য দেশের শ্রমজীবি অপেক্ষা অধিক ক্লেশসহিষ্ণু এবং কার্য্যক্ষম। আবার অপর দেশীয়দিগকে মাংস ভক্ষণ করাইলে তাহারা ইংরাজের ন্যায় কার্য্যক্ষম হয়। অতএব ইহাদের প্রভেদ জাতিগত নহে—খাদ্যগত। আমরা ছয় মাস কাল নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা দ্বারা মানসিক এবং শারীরিক শক্তি কমিয়া যায়।

খাদ্যনির্ব্বাচনের আর একটি অঙ্গ আছে,—খাদ্যদ্রব্য পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের হইলে হৃৎপিণ্ডের এবং স্নানীর কার্য্য বর্দ্ধিত করে এবং তদ্দ্বারা শীঘ্র পরিপাক হয়। গবাদি পশুকে ঐপ্রকার খাদ্য পরিবর্ত্তন করাইয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা দ্বারা তাহাদের শরীর সমধিক পুষ্ট হয়। আমাদের শরীরকে শীতোত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার

জন্য বস্ত্র আবশ্যক। অনেকে মনে করেন যে অল্প বস্ত্র পরিধান করাইয়া বালককে কষ্টসহিষ্ণু করিব, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। শীতে শরীর অনাবৃত রাখিলে শরীর সুস্থ থাকিলেও খর্ব্বতা উৎপাদন করে। উত্তর এবং দক্ষিণমেরু সন্নিহিত দেশবাসীরা অত্যন্ত খর্ব্বকায়। ডারউইন্ বলেন্ যে, টেরাডেলফিউগো দেশের লোকেরা শীতপ্রধান দেশে নগ্ন অবস্থায় থাকিয়া অত্যন্ত খর্ব্ব এবং বিভংস আকৃতি হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে শরীরের তাপক্ষয় অত্যন্ত অধিক হয় এবং তৎপূরণার্থেই অধিকাংশ খাদ্য নিয়োজিত হয়। লিবিস্ বলেন শরীরের তাপসম্বন্ধে বস্ত্রাদি খাদ্যের ন্যায়। শরীরের তাপক্ষয় অল্প হইলে অল্লাহারেই অন্যান্য কার্য্য সমাধা হয়। শিশুশরীর আয়তন তুলনায় মনুষ্য শরীর অপেক্ষা অনেক অধিক তাপ বিকীরণ করে, সুতরাং তাহা উত্তম রূপে আবৃত রাখা উচিত। সামাজিক আচারের অনুরোধে জননী শিশুর শরীর উত্তম রূপে আবৃত না রাখিয়া তাহার বিষম অপকার করিতেছেন, দেখিলে দুঃখ হয়। সুন্দর দেখাইবে বলিয়া জননী সন্তানকে নানাবর্ণের বস্ত্র পরিধান করান্, কিন্তু মূল্যবান বস্ত্র খেলা করিয়া নষ্ট করিবে এই ভয়ে তাহার স্বাভাবিক ক্রীড়াশক্তির ব্যাঘাত জন্মান। শিশুর পরিচ্ছদ অত্যন্ত অধিকও হইবে না অথচ এপ্রকার হইবে যদ্বারা শরীরের তাপ সম্যক রক্ষিত হয়। বস্ত্র এপ্রকার দৃঢ়পদার্থের হওয়া উচিত যে ক্রীড়াদি কালে তাহা নষ্ট না হয়। স্বাস্থ্যের জন্য যে ব্যায়াম ক্রীড়াদি আবশ্যক তাহা এক্ষণে প্রায় সকলেই স্বীকার করেন এবং বিদ্যালয় সমূহেও তাহার বিধান করা হইতেছে। দুঃখের বিষয় যে বালিকা সম্বন্ধে ঐপ্রকার হয় না। আমাদের বাটির সন্নিকটে একটি

বালিকা বিদ্যালয় এবং বালক বিদ্যালয় আছে। বালক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে ব্যায়ামের নানা উপকরণ আছে এবং খেলিবার জন্য মাঠ আছে। প্রত্যহ তিন চারিবার প্রতিবাসিরা তাহাদের কোলাহল তাহাদের শরীরের স্বাস্থ্যকর এবং রক্তসঞ্চালন ক্রীড়ার পরিচয় পায়। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়ে আর এক দৃশ্য ;—সমস্ত খোলাজায়গা উদ্যানে পরিপূর্ণ এবং বালিকারা যন্ত্রের ন্যায় কখন কখন সেস্থলে পুস্তক হস্তে পাদচারণ করে এই পর্য্যন্ত। ইহার অর্থ কি ? বালিকার শরীর কি বালকের শরীর হইতে এত পৃথক ভাবে গঠিত যে তাহাদের কোন প্রকার ব্যায়ামের আবশ্যক নাই ? তাহাদের কি ক্রীড়া করিতে স্বাভাবিক ইচ্ছা হয় না ? বালকের পক্ষে যাহা স্বাস্থ্যদায়ক বালিকার পক্ষে মূর্খ প্রকৃতি কি কেবল পিতা মাতা এবং শিক্ষককে জ্বালাতন করিবার জন্য দিয়াছেন ? আমাদের এক প্রকার বিশ্বাস আছে যে যথেষ্ট শারীরিক বল ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোকের লজ্জার বিষয়। অনেকে বলেন যে ঐ প্রকার পুরুষদিগের ন্যায় লাফালাফি করিলে স্ত্রীলোকে পুরুষের ন্যায় কঠোর প্রকৃতি হইবে। যদি বালক ঐপ্রকার করিয়া শিষ্ট শান্ত ভদ্রলোক হয়, তাহা হইলে বালিকা ঐ প্রকার করিয়া কেন শান্ত ভদ্র স্ত্রীলোক হইবে না ? স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক লজ্জা স্ত্রীলোককে কিপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে ? স্কুল অথবা বাটীর কঠোর শাসনে কি ঐসকল ভাব স্ত্রীলোকের মনে হইয়াছে ?

ক্রীড়াই মনুষ্যের স্বাভাবিক ব্যায়াম, এই জন্যই ইহা কৃত্রিম ব্যায়মাদির অপেক্ষা অনেক ভাল ; তবে কিছু না হওয়ার অপেক্ষা কৃত্রিম ব্যায়ামও উত্তম। স্বাভাবিক ক্রীড়ায় কত অনুরাগ বোধ হয় তদ্বারা অনেক উপকার হয়। শরীর সম্বন্ধে আর একটী

আলোচ্য বিষয় আছে। অনেকে বলেন যে, শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে শরীরের আয়তন কমিতেছে এবং জীবন হ্রাস হইতেছে। প্রাচীন কর্ম্ম দেখিয়া এবং মৃত্যুর তালিকা দেখিয়া আমরা প্রথমে একথায় অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের পর একথার সত্যতা বুঝিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অল্প বয়সে অনেকের মাথায় টাক পড়িয়া যায়, দাঁতও আর অধিক দিন থাকে না। পূর্ব্বকালের লোকদিগের অপেক্ষা এক্ষণে স্বাস্থ্যের নিয়ম আধুনীকেরা অনেক জানে এবং তাহার সুব্যবহারও করিয়া থাকে, তত্রাপি কেন অল্পআয়ু হইতেছে ?

আধুনিক কালে কি বালক কি বৃদ্ধ সকলের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা সমাজের ভার—সংসারের ভার—অনেক অধিক হইতেছে। সকল ব্যবসায়ে অনেক প্রতিযোগী হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক উদ্‌যোগ এবং শক্তি ব্যয় হইয়া যায় এবং এই শক্তি সংগ্রামের উপযুক্ত করিবার জন্য সন্তানের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতর শিক্ষার আবশ্যক হইয়াছে। আবার পিতা ঐ প্রকার ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া আপনার শরীর এবং মন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন, পুত্র সেই শরীর প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকার ক্ষীণতা সত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত কঠোর পরিশ্রম করে,—কাজেই অকালে তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে।

প্রত্যহ এই প্রকার অধিক পাঠ করিয়া শরীর এবং মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে এপ্রকার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। যখন স্কুলে আধুনিক নিষ্ঠুর শিক্ষা-প্রণালী মনে করি তখন এই প্রকার অস্বাস্থ্যের জন্য বিস্মিত হই না। সার জন ফরবেস লণ্ডনের বালিকা বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত নিয়মাবলীর তালিকা দিয়াছেন :—

নিদ্রা … … … …	৯	ঘণ্টা
স্কুল … … … …	৯	ঐ
গৃহে পাঠ অভ্যাস অথবা সূচি কার্য্য … …	৩½	ঐ
আহারাদি … … … …	১½	ঐ
বেড়ান … … … …	১	ঐ

মোট ২৪ ঘণ্টা।

তিনি এই প্রকার শিক্ষা-প্রণালীর ফল যে কেবল অস্বাস্থ্য তাহা নহে,শারীরিক গঠনেরও ব্যতিক্রম হয়, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

প্রকৃতির হিসাবের এক তিল ব্যতিক্রম হয় না ;—এদিকে অধিক ব্যয় কর অপরদিকের লইয়া প্রকৃতি তাহা পূর্ণ করিবে। যদি অস্বাভাবিক মানসিক ঔৎকর্ষ প্রার্থনা কর তাহা হইলে শরীরের স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে বাদ দিতে হইবে। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম আবার মানসিক শক্তি হ্রাস করে। অতএব এই নিয়মানুযায়ী যদি বাল্যকালে মানসিক পরিশ্রমে সমস্ত বল নিয়োজিত হয় তাহা হইলে প্রকৃতি অতিরিক্ত ব্যয় পূর্ণকরণার্থ শরীর হইতে গ্রহণ করে।

অতিরিক্ত পাঠের দ্বারা যে কেবল শরীরের হানি হয় এমত নহে, মস্তিষ্কেরও অনেক ক্ষতি হয়। আধুনিক বিজ্ঞানে মস্তিষ্কের পরিপাক রক্ত সঞ্চালনাদির উপর কত কার্য্য করে তাহা জানিতে পারিয়াছে এবং ইহা দ্বারা মস্তিষ্কে অধিক কার্য্য করান কত অনিষ্টকর তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে। সকলেই দেখিয়াছেন যে ভয় দুঃখ ইত্যাদি দ্বারা হৃৎপিণ্ডের গতি কি প্রকার পরিবর্ত্তিত হয়। অধিক চিন্তা দ্বারা পরিপাকের কি প্রকার ব্যাঘাত হয় তাহাও সকলে জ্ঞাত আছেন। এই সকল অতিরিক্ত ঘটনায়

যে প্রকার হয় অল্প ঘটনায় সে প্রকার না হউক কতক পরিমাণে হয় এবং পুনঃ পুনং হইলে দীর্ঘস্থায়ী পীড়া উৎপাদিত করে।

যদ্যপি সকলেই স্বীকার করেন যে অধিক পাঠের দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্যের এই প্রকার হানি হয় তাহা হইলে শিশু মস্তিষ্ক যাহা ধারণা করিতে পারে না এই প্রকার কতকগুলি বিষয় তাহাকে বহুপ্রযত্নে শিক্ষা দেওয়া আরও কত সর্ব্বনাশ কর। বালিকা জীবনে ইহা আরও বিষময় ফল প্রসব করে। সাধারণতঃ বালকেরা যে প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ভার শমিত করে, বালিকারা তাহা পারে না ; এই জন্য সহস্রের মধ্যে দশটিরও শরীর সুদৃঢ় নহে। মানসিক সৌন্দর্য্যের জন্য শারীরিক সৌন্দর্য্যের হানি করা কোন মতেই উচিত নহে। কোন্ স্ত্রীলোক বিদ্যা প্রভাবে স্বামীর একান্ত প্রেম অধিকারে সমর্থ হইয়াছে ? অনেকে হয় ত পুরুষ জাতির সৌন্দর্য্যলিপ্সার দোষ দিবেন, কিন্তু ভগবানের এই সুন্দর নিয়ম কখনও নিরর্থক হয় নাই। যদ্যপি সৌন্দর্য্যে লিপ্সা না থাকিত তাহা হইলে ঐ প্রকার অসম্পূর্ণ শরীর পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিত এবং অল্প দিনেই মনুজবংশ লোপ পাইত। শরীর থাকিলে তবে বিদ্যা, শরীর যদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তবে বিদ্যা লইয়া কি হইবে।

পূর্ব্বকালে যখন সমাজে অশান্তি চিরবিরাজ করিত, যখন কেবল বলপূর্ব্বক পরদ্রব্য গ্রহণ এবং লুণ্ঠন হইতে রক্ষাই সমাজের কার্য্য ছিল, সে সময়ে কেবল শারীরিক বলই আদৃত হইত, তখন বিদ্যার আদর ছিল না, বিদ্যার্জ্জন হাস্যাস্পদ হইত। এক্ষণে সমাজে শান্তি বিরাজ করিতেছে, লোকে বিদ্যার্জ্জনে মনোযোগ দিতেছে, অধিকন্তু কেবল মানসিক চর্চ্চাই একমাত্র

উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই উভয়বিধ মতই একান্ত মত—অতএব ভ্রান্ত। অতএব এই দুইয়ের সামাঞ্জস্য করিয়া যে মত হইবে, শরীর এবং মন উভয়ের যত্ন করা যে মতে বিধেয় বোধ হইবে, সেই মতই সত্য।

বোধ হয় স্বাস্থ্য-রক্ষা যে একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, ইহা সমাজে বহুপ্রচার হইলে যথার্থ শিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে। প্রায় কেহই শরীররক্ষা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন না, শরীর লইয়া যাহা ইচ্ছা করা যেন দোষাবহ নহে। যদিও সন্তান সন্ততি এবং পরিবারবর্গের উপর নীতিভঙ্গ পাপের ন্যায়, স্বাস্থ্যভঙ্গ দ্বারা অমঙ্গল আনীত হয়, তথাপিও এবিষয়ে কেহ গ্রাহ্য করেন না।

সমাপ্ত।

Printed by Udoya Churan Pal, At the New Balmick Press 159 Manick tolla Street, Calcutta.